বন্দরবার্তার
৮ম
বর্ষপূর্তি

জানুয়ারি ২০২৪ ■ বর্ষ ০৯ ■ সংখ্যা ০১

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

২০২৪ সালে মেরিটাইম বিশ্ব

সংকট কাটানো ও পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াই লক্ষ্য

নবযুগে দেশের বন্দর খাত

পিসিটি পরিচালনায় বিদেশি অপারেটর

২০২৩ সালে দ্বিগুণ হয়েছে গ্রিন শিপিং করিডোর ইনিশিয়েটিভ

চট্টগ্রাম বন্দরে ১ হাজার ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বার্তা

টেকসই অর্থনীতির জন্য অব্যাহত থাকুক সমুদ্র অর্থনীতির বিকাশ

বাংলাদেশে মেরিটাইম বিষয়ক জ্ঞানভিত্তিক চর্চা, এই খাতের কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় তথ্যবহুল লেখা নিয়মিত প্রকাশ করে যাওয়া সহজসাধ্য নয়। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রকাশনার উদ্যোগের পথিকৃৎ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। দেশের ও বিদেশের সমুদ্র শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিবন্ধ ও তথ্য পরিবেশন করে মেরিটাইম খাত সম্পর্কে অংশীজনদের অবহিত করে যাচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা বন্দরবার্তা।

২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে যাত্রা করে বন্দরবার্তা। এ বছর প্রকাশনাটি নবম বর্ষে সংখ্যা পা দিল। এটি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মেরিটাইম অংশীজন এবং বন্দরবার্তা সংশ্লিষ্ট সবার জন্য অত্যন্ত আনন্দঘন এক মুহূর্ত। অন্যদিকে এ বছর 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪'-এর সুবর্ণজয়ন্তী। ৫০ বছর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত এই সমুদ্র আইনের ওপর ভিত্তি করেই শুরু হয়েছিল সদ্য স্বাধীন দেশের সমুদ্র অর্থনীতির বিস্তার।

বাংলাদেশের মেরিটাইম শিল্প বর্তমানে বড় একটি পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, বন্দর টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি বিনিয়োগ আগমন, ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের সূচনা ইত্যাদি ঘটনা দেশের সমুদ্র শিল্পকে এক যুগসন্ধিক্ষণে হাজির করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহযাত্রী সমুদ্রবন্দরগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়ে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে বন্দরগুলোকে। বাংলাদেশের উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার পথে বড় ভূমিকা রাখবে সমুদ্র অর্থনীতির সুবিশাল কর্মযজ্ঞ, আর সেখানে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা আসতে হবে মেরিটাইম খাত থেকে। এই খাতে বন্দরবার্তা যদি কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারে, তবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ সার্থক হবে।

যে বিশাল কর্মযজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে এই খাত, সেখানে দক্ষ কর্মশক্তি হিসেবে যথাযথভাবে তরুণদের তৈরি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। প্রথম থেকেই বন্দরবার্তা চেষ্টা করে যাচ্ছে মেরিটাইম বিষয়াবলির প্রাঞ্জল উপস্থাপনের মাধ্যমে তরুণদের এই খাতে উৎসাহী করে তুলতে। সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ, বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের ক্রমোন্নতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও নীতিনির্ধারক মহলকে এই খাতের বৈশ্বিক পরিবর্তনের হালনাগাদ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে চলেছে বন্দরবার্তা। এতে দেশের মেরিটাইম খাতের আইন-কানুন, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম, অবকাঠামোগত উন্নয়ন-অগ্রগতি, পরিসংখ্যানগত তথ্য যেমন উপস্থাপন করা হয়, তেমনি বৈশ্বিক সমুদ্র শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহও (যেমন আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন খাতের হালচাল, পরিবেশগত বিষয়, আন্তর্জাতিক আইন, করপোরেট বিষয়াবলি) তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নের ক্রমধারায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ নভেম্বর এই নবনির্মিত টার্মিনাল উদ্বোধন করেন। বন্দরের নতুন এই টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে সৌদি আরবভিত্তিক আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের (আরএসজিটিআই) বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি আরএসজিটি বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে দেশের বন্দর পরিচালনা খাতে প্রথমবারের মতো যুক্ত হলো বিদেশি কোনো অপারেটর। এই বিনিয়োগসহ চট্টগ্রাম বন্দরের নির্মাণ ও উন্নয়ন খাতে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ হাজার ১০০ কোটি ডলারের (১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা) বিশাল বিনিয়োগ আসছে। এই বিনিয়োগের বড় অংশ আসছে প্রস্তাবিত লালদিয়া ও বে টার্মিনাল প্রকল্পে পাঁচটি নতুন টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা খাতে।

এসব উন্নয়ন-অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় সমুদ্র পরিবহন খাত আরও গতিশীল হবে। রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত অর্থনীতির দেশের কাতারে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে মেরিটাইম খাত। আর এই খাতের উন্নয়নে সহযাত্রী হিসেবে আরও অনেকটা পথ পাড়ি দেবে বন্দরবার্তা–এই প্রত্যাশা রাখছি।

রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ওএসপি, এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বন্দরবার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

০৮

২০২৩ সালজুড়ে চলমান ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জেরে গোটা বিশ্ব টালমাটাল সময় পার করেছে। বিগত বছরের সংকট সঙ্গে নিয়েই নতুন বছরে পদার্পণ করেছে বিশ্ববাসী। এমন অবস্থায় চলতি বছর কেমন যাবে, কীভাবে কাটবে সংকট তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতের মতো মেরিটাইম খাত নিয়েও সংশ্লিষ্টদের আগ্রহের কমতি নেই।

সম্পাদকীয় ▪ ০৪

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৪

- মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় টালমাটাল বৈশ্বিক বাণিজ্য
- বৃহদাকার নৌযানকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে বিগত বছরের জাহাজ নির্মাণ শিল্প
- ২০২৩ সালে দ্বিগুণ হয়েছে গ্রিন শিপিং করিডোর ইনিশিয়েটিভ
- নভেম্বরে শিডিউল রিলায়েবিলিটি ছিল নিম্নমুখী
- বন্দরের জাহাজজট কমাতে ব্রাজিলকে ভার্চুয়াল অ্যারাইভাল সিস্টেম ব্যবহারের আহ্বান
- এশিয়া-ইউরোপ রুটে চালু হচ্ছে পিক সিজন সারচার্জ
- অর্থায়ন ও নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সবুজ জ্বালানি সরবরাহের অন্তরায়
- স্পট রেটের পতন কঠিন আগামীর বার্তা বয়ে আনছে
- ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বে বৈশ্বিক বাণিজ্যে ৫ শতাংশ পতন
- ক্রমবর্ধমান ডার্ক ফ্লিট নিয়ে আইএমওর উদ্বেগ প্রকাশ

সংখ্যা এবং লেখচিত্র ▪ ২৩

ইউরোপে পণ্য পরিবহনে বিকল্প রুট

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরে কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দরবার্তার অষ্টম বছর ▪ ১২

একনজরে ২০২৩ সালে প্রকাশিত বন্দরবার্তা

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় আরএসজিটিআইয়ের সাথে চুক্তি
- চট্টগ্রাম বন্দরে ১ হাজার ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব
- যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর
- বিজয় দিবস উপলক্ষে শ্রমিকদের প্রণোদনা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর
- পোশাক শিল্পের জন্য কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স দ্রুততর করার অনুরোধ
- আইএমও'র কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ
- বে টার্মিনালের কাজ শুরুর চূড়ান্ত পর্যায়ে চট্টগ্রাম বন্দর
- দুই টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় চুক্তি হতে পারে জুনে
- অভ্যন্তরীণ নৌপথে ভাড়া কমানোর তাগিদ
- আমদানি কমাতে দেশীয় জ্বালানি অনুসন্ধানে জোর সরকারের

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৮

বন্দর পরিচিতি : ইয়ানতাই বন্দর

মেরিটাইম ইভেন্টস : মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি

০৫

বিশেষ রচনা

নবযুগে দেশের বন্দর খাত পিসিটি পরিচালনায় বিদেশি অপারেটর

নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের বন্দর পরিচালনা খাত। পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছে সৌদি আরবভিত্তিক আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল (আরএসজিটিআই)। ৬ ডিসেম্বর এ বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাদের সাথে। দেশে বন্দর টার্মিনাল পরিচালনা খাতে এটিই প্রথম কোনো বিদেশি বিনিয়োগ। চুক্তি অনুযায়ী আগামী ২২ বছর এই টার্মিনাল পরিচালনা করবে আরএসজিটি। এর আগে ১৪ নভেম্বর টার্মিনালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২২

অর্থনৈতিক সংকটেও বেড়েছে পোশাক শিল্পের পরিসর

ডলার সংকট ও অর্থনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেও বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কদর বেড়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশ এখন ডেনিম পোশাক রপ্তানির শীর্ষ দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ কারণে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা নতুন নতুন কারখানা স্থাপন করে চলেছেন।

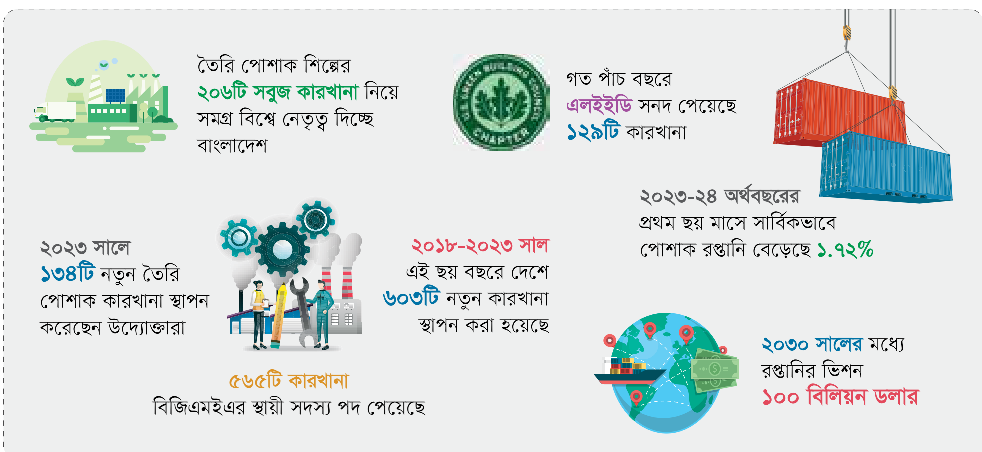

১৩

আন্তর্জাতিক সংবাদ

মেগা কনটেইনার শিপে বাড়ছে অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাণিজ্যিক নৌবহরে বৃহদাকার কনটেইনার জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অগ্নিসংযোগসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। আলিয়াঞ্জ গ্লোবালের বার্ষিক শিপিং অ্যান্ড সেফটি রিভিউয়ে এ তথ্য জানা যায়।

অগ্নিদুর্ঘটনা এবং বিস্ফোরণ সাগরে জাহাজ হারানোর প্রধান কারণ। সাগরে যত জাহাজ হারায় তার ৩২ শতাংশের জন্য অগ্নিদুর্ঘটনা দায়ী। ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত অগ্নিদুর্ঘটনায় মোট ১১৬টি জাহাজ সাগরগর্ভে তলিয়ে যায়। মেগা কনটেইনার শিপে কার্গো পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে দুর্ঘটনার সম্ভাব্যতাও বেড়ে গেছে।

জানুয়ারি ২০২৪
বর্ষ ০৯, সংখ্যা ০১

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

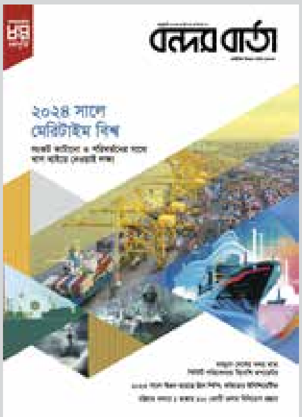

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল,
ওএসপি, এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি

সম্পাদক
মো. হাবিবুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল
ইলোরা শারমীন

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী
মোহাম্মদ তারেক

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ্

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা :

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল : enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০২-৩৩৩৩৩০৮৬৯
ইমেইল : bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

নিয়মিত প্রকাশনার নবম বছরে প্রবেশ করল বন্দরবার্তা

বাংলাদেশে মেরিটাইম বিষয়ক চর্চাকে এগিয়ে নিতে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্যোগে আট বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে বন্দরবার্তা। বাংলা ভাষায় মেরিটাইম বিষয়ক সাময়িকীর জন্য একটি মাইলফলক বৈকি! এই পথপরিক্রমায় প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে হয় বন্দরবার্তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ বোর্ড সদস্যবৃন্দ, সচিব ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসূহকে-যাদের সদিচ্ছায় সম্ভব হয়েছে এই পথচলা।

সমুদ্র অর্থনীতির প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে প্রয়াস তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মেরিটাইম শিল্প গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ থেকে হিন্টারল্যান্ড সংযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সমুদ্র অর্থনীতির নানাবিধ গবেষণাসহ একটি বড় পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের বন্দর পরিচালনা খাতে নবযুগের সূচনা করেছে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি)। চট্টগ্রাম বন্দরের তৃতীয় এই টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে সৌদি আরবভিত্তিক আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের (আরএসজিটিআই) বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি আরএসজিটি বাংলাদেশ। এ বিষয়ে ৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে দেশের বন্দর পরিচালনা খাতে বিদেশি বিনিয়োগের সূচনা হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ নভেম্বর নবনির্মিত পিসিটি উদ্বোধন করেন। আরএসজিটিআইয়ের এই বিনিয়োগসহ চট্টগ্রাম বন্দরের নির্মাণ ও উন্নয়ন খাতে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ হাজার ১০০ কোটি ডলারের (১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা) বিশাল বিনিয়োগ আসছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির এই সংকটকালীন সময়েও এই বিনিয়োগ বাংলাদেশের বন্দর খাত তথা অর্থনীতির সুদিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আরেকটি সমস্যাসঙ্কুল বছর কাটিয়ে নতুন বছরে পা দিল বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহন খাত। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের সাথে যুক্ত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য সংকট। এসব ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জেরে গোটা বিশ্ব টালমাটাল সময় পার করেছে। বেশ জোরেশোরেই তার প্রভাব পড়েছে বৈশ্বিক মেরিটাইম খাতে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ৬০টির বেশি দেশে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন, পরিবেশবান্ধব নিয়ম-নীতির প্রয়োগ, ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণ, ডিজিটালাইজেশন, কনটেইনার জাহাজের চাহিদা-জোগানের ভারসাম্যহীনতা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং পানামা খালের দীর্ঘমেয়াদি খরা প্রভৃতি চলতি বছর মেরিটাইম খাতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে।

তবে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শিপিং খাতের দক্ষতা ও নিরাপত্তা বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৪ সালে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হয়ে উঠবে। এ বছর কোনো ক্রু ছাড়া সম্পূর্ণ স্বয়ংচালিত কার্গো জাহাজ কার্যক্রম শুরু করবে। এলাইড মার্কেট রিসার্চের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বার্ষিক ২৩ দশমিক ১ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩২ সাল নাগাদ স্মার্ট পোর্টস মার্কেটের মূল্য ১ হাজার ৫৫০ কোটি ডলারে পৌঁছবে। প্রযুক্তি বিষয়ক মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গার্টনারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪ সাল নাগাদ সাপ্লাই চেইন সংশ্লিষ্ট ৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এআই এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সে বিনিয়োগ করবে। এর পাশাপাশি জাহাজকে স্বয়ংচালিত করতে, শিপিং খাতে ব্লকচেইন প্রযুক্তি একীভূত করতে, মেরিটাইম খাতকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে সর্বোপরি সমুদ্র পরিবহনের সার্বিক উন্নয়নে চলতি বছর ইন্টারনেট অব থিংকস (আইওটি), ক্লাউড-বেসড সিস্টেম, ডিজিটাল টুইনসহ আরও অনেক প্রযুক্তি মেরিটাইম খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সব মিলিয়ে চলতি বছর চলমান সংকট কাটিয়ে পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াই লক্ষ্য মেরিটাইম বিশ্বের। বিস্তারিত রয়েছে প্রধান রচনায়।

প্রিয় পাঠক, বন্দরবার্তার এই নিরবচ্ছিন্ন পথচলার সাফল্যের ভাগীদার আপনিও। আমরা চাই এ দেশের মেরিটাইম-চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে-সেই প্রত্যাশা। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে সৌদি কোম্পানি রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের (আরএসজিটি) বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি। আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা টার্মিনাল অপারেটরদের বিনিয়োগের মাধ্যমে সূচনা হলো নতুন সম্ভাবনার

নবযুগে দেশের বন্দর খাত

পিসিটি পরিচালনায় বিদেশি অপারেটর

বন্দরবার্তা ডেস্ক

শিপিং খাতে নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে সংশোধিত কর্মকৌশল ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের নিট-জিরো স্ট্যাটাস অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নতুন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। গত ৩-৭ জুলাই লন্ডনে অনুষ্ঠিত আইএমওর মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) ৮০তম অধিবেশনে এই ঐকমত্য তৈরি হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন আর দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা একই সুতোয় গাঁথা। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি। এদিকে সমুদ্র পরিবহন খাতে দেশের আঞ্চলিক সম্পৃক্ততা বাড়াতে এরই মধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোও ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করছে।

এমনিতেই চট্টগ্রাম বন্দর তার বর্তমান অবকাঠামো সক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করছে। এর ওপর চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বন্দরটির ওপর তৈরি হচ্ছে বাড়তি চাপ। এ কারণে বিদ্যমান অবকাঠামোর সংস্কার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) নির্মাণ করা হয়েছে সেই প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই।

করোনা মহামারিসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে টার্মিনালটি এখন নির্মাণকাজ শেষে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায়। গত ১৪ নভেম্বর টার্মিনালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আরেকটি অভূতপূর্ব অগ্রগতি হলো, পিসিটি পরিচালনায় আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছে সৌদি আরবভিত্তিক আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল (আরএসজিটিআই)। ৬ ডিসেম্বর এ বিষয়ে একটি কনসেশন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাদের সাথে। দেশে বন্দর টার্মিনাল পরিচালনা খাতে এটি প্রথম কোনো বিদেশি বিনিয়োগ। এর মাধ্যমে এক নবদিগন্তের সূচনা হলো দেশের বন্দর খাতে।

পেছনের কথা

চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে এতদিন টার্মিনাল ছিল দুটি-চিটাগং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি)। এছাড়া জেনারেল কার্গো বার্থে (জিসিবি) বিশেষ প্রয়োজনে

গিয়ারড ভেসেলগুলোকে (যেসব জাহাজের নিজস্ব ক্রেন থাকে) কনটেইনার হ্যান্ডলিং সেবা দেওয়া হয়।

বন্দরের জিসিবি এলাকার জেটিগুলোর অবকাঠামোগত অবস্থা নাজুক হওয়ায় বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিশেষজ্ঞরা সরেজমিন পরিদর্শন করে পুরনো জেটি ভেঙে নতুন করে জেটি নির্মাণের তাগিদ দেন। সে লক্ষ্যে জিসিবি এলাকার পুরনো জেটিসহ ব্যাকইয়ার্ড ভেঙে এর পরিবর্তে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কর্ণফুলী কনটেইনার টার্মিনাল (কেসিটি) নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু নতুন কনটেইনার ইয়ার্ড ও জেটি নির্মাণ ছাড়া কেসিটির নির্মাণকাজ হাতে নেওয়া হলে আমদানি-রপ্তানি কাজের গতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়। ফলে আমদানি-রপ্তানির গতি নির্বিঘ্ন রাখতে কেসিটির আগেই পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

২০১৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পিসিটি প্রকল্পের নির্মাণকাজ উদ্বোধন হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর নাগাদ এই নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা সরিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের জটিলতা, প্রকল্পের প্রয়োজনে নকশা পরিবর্তন, ভূমি অদল-বদল, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ থেকে অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রতাসহ বিভিন্ন প্রভাবক টার্মিনাল নির্মাণের কাজ পিছিয়ে দিয়েছে। সার্বিক বিচারে এসব প্রতিকূলতা পেরিয়ে এরকম বড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া না গেলেও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের দক্ষতা ও সহযোগিতায় দ্রুতগতিতে এগিয়েছে পিসিটি নির্মাণের কাজ।

নতুন প্রজন্মের টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল হিসেবে শিগগির অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি)। টার্মিনালটির অবস্থান পতেঙ্গা বোট ক্লাব ও চিটাগং ড্রাইডকের মধ্যবর্তী জায়গায়। ২৬ একর এলাকাজুড়ে নির্মিত পিসিটিতে জেটি রয়েছে চারটি। এর মধ্যে কনটেইনার হ্যান্ডলিং হবে তিনটি জেটিতে। এগুলোর প্রতিটির দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার করে। এছাড়া তেল খালাসের জন্য রয়েছে বিশেষায়িত ডলফিন জেটি, যেটি ২২০ মিটার দীর্ঘ।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল বছরে প্রায় পাঁচ লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা যাবে। এটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ২২৯ কোটি টাকা। এই অর্থায়ন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। পিসিটি নির্মাণ প্রকল্পের কার্যাদেশ দেওয়া হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরকে।

এখন পর্যন্ত চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দরের যতগুলো টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে, তার সবগুলোই বিদেশি প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা নকশায় নির্মিত। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল। সম্ভাব্যতা যাচাই থেকে শুরু করে বিশদ নকশা–সবকিছুই করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। সুতরাং গর্ব করেই বলা যায়, পিসিটি নির্মিত হয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় মেধায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ নভেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যাত্রা করে চট্টগ্রাম বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল

বন্দর খাতে বিদেশি বিনিয়োগের সূচনা

আগামী ২২ বছরের জন্য পিসিটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে আরএসজিটিআইয়ের বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি আরএসজিটি বাংলাদেশ লিমিটেড। গত ৬ ডিসেম্বর এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ) ও আরএসজিটি বাংলাদেশের মধ্যে ইকুইপ-অপারেট-ট্রান্সফার বেসিসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল, ওএসপি, এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি ও আরএসজিটিআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেন্স ও. ফ্লো প্রতিষ্ঠান দুটির পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

রাজধানী ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সৌদি আরবের বিনিয়োগ মন্ত্রী খালিদ আল ফালিহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কনসেশন চুক্তি আমাদের দুই দেশের যৌথ স্বপ্ন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের প্রমাণ। আমরা এমন একটি ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আছি, যেখানে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। আরএসজিটি আগামী ২২ বছর এই টার্মিনাল পরিচালনা করবে। এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল প্রকল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি আশার আলো। স্বনির্ভর এই আধুনিক টার্মিনাল বন্দরের সক্ষমতা বাড়াবে, নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য সহজ করবে এবং কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি করবে। এটি বিশ্ববাণিজ্যের একটি প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করবে। আমাদের ব্যবসার জন্য বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

পিসিটির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর সৌদি বিনিয়োগমন্ত্রী খালিদ এ আল-ফালিহ, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল, বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ও সৌদি বিনিয়োগ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা টার্মিনাল পরিদর্শন করেন

টার্মিনালটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতেও সাহায্য করবে। কারণ ভারত, ভুটান ও নেপাল এই টার্মিনাল ব্যবহার করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী পিসিটি পরিচালনার জন্য সৌদি আরবের টার্মিনাল অপারেটর নিয়োগের সুযোগ দেওয়ায় দেশটির সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, জেদ্দা বন্দর ও অন্যান্য টার্মিনাল পরিচালনায় খ্যাতি অর্জনকারী আরএসজিটিআই পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালও দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সাথে পরিচালনা করবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, সৌদি বিনিয়োগমন্ত্রী খালিদ আল ফালিহ ও আরএসজিটি চেয়ারম্যান আমের এ. আলিরেজা। উদ্বোধনী বক্তব্য দেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। এ সময় ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত এসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান ছাড়াও উভয় দেশের ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

আরএসজিটি হলো সৌদি আরবভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর। বিশ্বের বৃহত্তম ১০টি টার্মিনাল অপারেটরের অন্যতম এটি, যার সম্মিলিত বার্ষিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ২ কোটি টিইইউ। আরএসজিটিআইয়ের একটি ফ্ল্যাগশিপ টার্মিনাল হলো আরএসজিটি জেদ্দা। সৌদি আরব ও লোহিত সাগর উপকূলের বৃহত্তম টার্মিনাল এটি। জেদ্দা বন্দরের এই টার্মিনালটিতে ২০২৩ সালে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সংখ্যা ৩৩ লাখ টিইইউ ছাড়িয়ে যাবে। আরএসজিটিআইয়ে সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের ৪০ শতাংশ মালিকানা রয়েছে।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালে যন্ত্রপাতি সংযোজনে ১৭ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে আরএসজিটিআই। ২০২৬ সালের মধ্যে এখানে চারটি শিপ-টু-শোর ক্রেন সংযোজন করবে তারা।

পিসিটি দিয়ে দেশের সমুদ্র পরিবহন খাত নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এই প্রথম কোনো বিদেশি অপারেটর বাংলাদেশে টার্মিনাল পরিচালনায় যুক্ত হলো। এর মাধ্যমে দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা খাতে বিদেশি বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচিত হলো।

কী সুবিধা এনে দেবে পিসিটি?

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের একটি যুগোপযোগী সংযোজন। কারণ এখানে ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারবে। এছাড়া এটি মোহনার কাছাকাছি হওয়ায় জাহাজগুলোকে বার্থিংয়ের জন্য মূল বন্দরের তুলনায় কিছুটা কম পথ পাড়ি দিতে হবে, যার ফলে কনটেইনার পরিবহন কার্যক্রমে গতি আসবে।

টার্মিনালে রয়েছে ৮৯ হাজার বর্গমিটার অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ইয়ার্ড ও রাস্তা। এই ইয়ার্ডে রাখা যাবে সাড়ে চার হাজার কনটেইনার। কনটেইনার লোডিং ও আনলোডিংয়ের জন্য রয়েছে পৃথক ইয়ার্ড। যেসব ট্রাক বা লরি কনটেইনার নিতে টার্মিনালের বাইরে থেকে আসবে, সেগুলো লোডিং ইয়ার্ডে যাবে এবং কনটেইনার নিয়ে আসা ট্রাক বা লরি আনলোডিং ইয়ার্ডে গিয়ে কনটেইনার নামিয়ে চলে যাবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ কাভার্ড ভ্যান পার্কিংয়ের জন্য পৃথক পার্কিং স্পেস রাখা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের প্রায় ৯৮ শতাংশ রপ্তানি পণ্য এবং ৩৭ ধরনের আমদানি পণ্য হ্যান্ডলিং হয়ে থাকে বেসরকারি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোয় (আইসিডি)। বন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আইসিডিগুলোর মধ্যে সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেডের তিনটি আইসিডি, ভারটেক্স অফডক লজিস্টিকস সার্ভিসেস লিমিটেড, ইনকনট্রেড লিমিটেড ও ইস্টার্ন লজিস্টিকস লিমিটেডের অবস্থান পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই। ফলে পিসিটি থেকে আমদানীকৃত পণ্য আইসিডিতে নিয়ে যাওয়া এবং রপ্তানিমুখী পণ্য পিসিটিতে অবস্থান করা জাহাজে লোড করতে কনটেইনারবাহী প্রাইম মুভার বা পরিবহনকে বন্দরের মূল জেটি এলাকায় যেতে হবে না। ফলে বন্দরের মূল জেটি ও ইয়ার্ডের পাশাপাশি চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (সিইপিজেড) মতো ব্যস্ততম এলাকাতেও পরিবহনের চাপ কমবে।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালকে বন্দরের সাউথ কনটেইনার ইয়ার্ডের সাথে যুক্ত করতে পৃথক রেললাইন, লোকোমোটিভ ও বগি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এই সংযোগ স্থাপন করা হলে পিসিটির ব্যাকআপ ইয়ার্ড হিসেবে সাউথ কনটেইনার ইয়ার্ড ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও স্মার্ট অর্থনীতির দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সাথে সাথে বাড়ছে দেশের সমুদ্র বাণিজ্যের প্রধান গেটওয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং। ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনা করলে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণের ফলে যেমন অধিক সংখ্যক জাহাজ বার্থিংয়ের সুযোগ পাবে, তেমনি বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতাও বাড়বে। সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল। এছাড়া টার্মিনাল পরিচালনায় আরএসজিটি যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বিদেশি অপারেটরদের আরও বিনিয়োগ আকর্ষণের যে সম্ভাবনা তৈরি হলো, তা দেশের সমৃদ্ধির অভিযাত্রাতেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২০২৪ সালে ২ দশমিক ৪ শতাংশ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ব্যক্ত করেছে বিশ্বব্যাংক

চলতি বছর বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশ আর্থিক মন্দার কবলে পড়বে

২০২৪ সালে মেরিটাইম বিশ্ব

সংকট কাটানোর পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াই লক্ষ্য

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মেলবন্ধনে আরও একটি বছর পেরিয়ে গেল। সূর্যকে ঘিরে গোটা পৃথিবী একপাক ঘুরে এলেও ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিশ্ববাসীর পিছু ছাড়েনি। গত বছর মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া সংঘর্ষ নতুন বছরে আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। চলতি শতকের ভয়াবহতম যুদ্ধাবস্থায় বৈশ্বিক অর্থনীতি দিন দিন মন্থর হয়ে পড়ছে। লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল ও কৃষ্ণসাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথগুলোর নিরাপত্তা ক্রমেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। এমন অবস্থায় নতুন বছরে মেরিটাইম খাতের ঘুরে দাঁড়ানো নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

নানা ঘটন-অঘটনের মধ্য দিয়ে কেটে গেল আরও একটি বছর। ২০২৩ সালজুড়ে চলমান ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জেরে গোটা বিশ্ব টালমাটাল সময় পার করেছে। বিগত বছরের সংকট সঙ্গে নিয়েই নতুন বছরে পদার্পণ করেছে বিশ্ববাসী। মন্দার শঙ্কায় থাকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি তাই ভাবিয়ে তুলছে গোটা বিশ্বকে। এমন অবস্থায় চলতি বছর কেমন যাবে তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতের মতো মেরিটাইম খাত নিয়েও সংশ্লিষ্টদের আগ্রহের কমতি নেই।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৯০ শতাংশ পণ্য সমুদ্র পথে পরিবহন হয়। এর ফলে বৈশ্বিক বাজার থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতার নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দাম; সকল কিছুর ওপর মেরিটাইম খাতের প্রভাব অনিবার্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, চলতি বছর ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ৬০টির বেশি দেশে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন, পরিবেশবান্ধব নিয়ম-নীতির প্রয়োগ, ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণ, ডিজিটালাইজেশন, কনটেইনার জাহাজের চাহিদা-জোগানের ভারসাম্যহীনতা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং পানামা খালের দীর্ঘমেয়াদি খরা মেরিটাইম খাতে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে। ২০২৪ সালে মেরিটাইম খাতে সুদিন ফিরিয়ে আনতে অংশীজনদের তাই অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যস্ফীতি এবং অতি সক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

কেমন যাবে নতুন বছর

প্রকৃতির নির্ধারিত নিয়মে পুরনোকে পেছনে ফেলে পৃথিবীতে নতুন বছরের আগমন ঘটেছে। যুদ্ধের দামামার তালে উত্তাল ২০২৪ সাল কীভাবে কাটবে তা শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে বলা অসম্ভব। তবে বরাবরের মতোই নানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান চলতি বছরের বৈশ্বিক অর্থনীতি সম্পর্কে পূর্বানুমান ব্যক্ত করেছে। দেশে দেশে চলমান যুদ্ধের কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, মার্কিন ও চীনা অর্থনীতির মন্থর গতি, বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান সুদহার, চীনে নতুন করে করোনাভাইরাস বিস্তারসহ নানা কারণে ২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতি বিগত বছরের তুলনায় খারাপ সময় কাটাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত বছর অক্টোবরে প্রকাশিত ইকোনমিক আউটলুকে ২০২৪ সালের প্রবৃদ্ধি কমিয়েছে আইএমএফ। চলতি বছর ২ দশমিক ৯ শতাংশ ধীরগতির বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ব্যক্ত করেন সংস্থাটির প্রধান অর্থনীতিবিদ পিয়ের অলিভিয়েঁ গোরিনকাস। আইএমএফের তথ্যমতে, টানা তৃতীয় বছরের মতো বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়ায় ২০২৪ সালে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশ আর্থিক মন্দার কবলে পড়বে। সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা জানান, যেসব দেশ সরাসরি মন্দার কবলে পড়বে না, তাদের পক্ষেও এর প্রভাব এড়ানো অসম্ভব।

এদিকে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, করোনা অতিমারির পর চলতি বছর সবচেয়ে কম বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৪ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস ব্যক্ত করেছে বিশ্বব্যাংক। ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দা এবং ২০২০ সালের

অতিমারির পর এ বছরের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধিই সবচেয়ে কম। অর্ধদশকের হিসাবে ২০২০ থেকে ২০২৪ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি বিগত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কমবে। দেশে দেশে সরকার যদি বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারে তবে চলমান নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব প্রশমিত করা সম্ভব বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক।

চলতি বছর বিশ্বের প্রধান দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অর্থনীতিতে মন্থরতা বিরাজ করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। মূল্যস্ফীতির প্রভাব, রপ্তানি হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি, আবাসন ব্যবসায় ধস সর্বোপরি করোনা অতিমারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চীনের অর্থনীতি গতিহীন হয়ে পড়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে চীনে ৫ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা বৈশ্বিক জিডিপিতে ১৯ শতাংশ অবদান রেখেছে। গোল্ডম্যান স্যাকস ও মর্গান স্ট্যানলির মতে, ২০২৪ সালে চীনের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। চীনা অর্থনীতির এই মন্থরতা নতুন বছরে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকেই প্রভাবিত করবে।

অন্যদিকে ২০২৩ সালে প্রত্যাশার চেয়ে ভালো প্রবৃদ্ধি (২ দশমিক ৬ শতাংশ) অর্জন করলেও চলতি বছর সেই ধারা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র ১ দশমিক ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। অন্যদিকে ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশ, মূল্যস্ফীতি ২ শতাংশ এবং বেকারত্ব ৪ শতাংশ থাকবে বলে পূর্বাভাস ব্যক্ত করেছে জেপি মর্গান। এদিকে নতুন বছরে ইউরোজোনের মূল্যস্ফীতি গত বছরের মতো দ্রুত কমবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অর্থনীতিবীদদের মতে, আগামী কয়েক মাস এই অঞ্চলে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং বছরের শেষ প্রান্তিকে অর্থনৈতিক সংকোচনের শঙ্কা রয়েছে। তবে ২০২৪ সালে মূল্যস্ফীতি ২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বেশ কিছু অর্থনীতিবীদ। মূল্যস্ফীতির চাপ কমায় এবং মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি বছর ইউরোজোনের অর্থনীতি কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করতে আশাবাদী অর্থনীতিবিদরা।

২০২৪ সালকে সুপার ইলেকশন ইয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ২৭টিসহ বিশ্বের ৬০টির বেশি দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে এসব দেশের অর্থব্যবস্থা ও নিয়ম-নীতিতে নানা রকম পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিজয়ী প্রার্থীরা দায়িত্ব গ্রহণের পর ঋণে ছাড় প্রদান, বাণিজ্য, বিদেশি বিনিয়োগ, শুল্ক মওকুফ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশসহ গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ জনগণ অর্থাৎ প্রায় ২০০ কোটি ভোটার এসব নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক উৎপাদনের ৬০ শতাংশ আসে এসব দেশ থেকে। এতে বিশ্বজুড়ে বয়ে যাওয়া নির্বাচনের ঢেউ নতুন বছরে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে গভীরভাবে আন্দোলিত করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডানপন্থী রাজনীতিবীদরা নির্বাচনে জয়লাভ করলে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি আরও হ্রাস পাবার আশঙ্কা রয়েছে।

মেরিটাইম খাতের পূর্বাভাস

সমুদ্র পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ তথা মেরিটাইম খাত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে মেরিটাইম খাতের প্রভাব অনেকটা ডমিনো ইফেক্টের মতো।' সমুদ্র পরিবহন কোনো পর্যায়ে বাধাগ্রস্ত হলে সাপ্লাই চেইন, জ্বালানি মূল্য, পণ্যের জোগান ও দাম সবকিছুর ওপরই সেটার প্রভাব পড়ে। এর ফলে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, বীমা সংস্থা থেকে শুরু করে সাধারণ ব্যবসায়ী এমনকি ভোক্তারাও সমুদ্র পরিবহন খাতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

প্রভাব ফেলবে অস্থিতিশীল ভূরাজনীতি

বর্তমানে চলতি শতকের ভয়াবহতম যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পালে জোর হাওয়া দিচ্ছে হামাস-ইসরায়েল সংঘর্ষ। বিশ্ববাসী যখন ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব অনেকটাই প্রশমিত করে এনেছে তখই নতুন করে আবার যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠল। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে গোটা মধ্যপ্রাচ্যই ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের পর ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ কৃষ্ণসাগরে নৌ-চলাচল বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ে। গত বছর জুলাইয়ে ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ ভেস্তে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে কৃষ্ণসাগরে অস্থায়ী মানবিক করিডোর চালু করে ইউক্রেন। বর্তমানে এই করিডোর দিয়ে ইউক্রেনে আটকে পড়া জাহাজ ও পণ্যবাহী নৌযান চলাচল করছে। ইউক্রেনের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রায় ১৫১টি জাহাজ এই মানবিক করিডোরটি ব্যবহার করেছে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো কৃষ্ণসাগরে নৌ-চলাচল স্বাভাবিক করতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে রাশিয়ায় গমের বাম্পার ফলনের জেরে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবরে কৃষ্ণসাগরের ড্রাই বাল্ক রপ্তানি বছরওয়ারি হিসাবে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি বছর এই পথে জাহাজ পরিচালনার ঝুঁকি বিগত দুই বছরের তুলনায় কমবে।

কৃষ্ণসাগরে নৌ-চলাচল স্বাভাবিক হবার আগেই বিশ্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ লোহিত সাগর নিয়ে শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাস-ইসরায়েল সংঘর্ষের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতার সূত্রপাত। পরবর্তীতে গাজায় নির্বিচার হামলার প্রতিবাদে লোহিত সাগরে ইসরায়েলি জাহাজের ওপর হামলা চালায় ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। অন্যদিকে লোহিত সাগরে নিরাপদে পণ্যবাহী জাহাজের চলাচল নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য হুতিদের বিরুদ্ধে হামলা চালালে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। এমন অবস্থায় মায়েরস্ক ও হ্যাপাগ-লয়েডের মতো শীর্ষ শিপিং কোম্পানি সুয়েজ খালের পরিবর্তে উত্তমাশা অন্তরীপ বেছে নিয়েছে এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে পণ্য পরিবহন করছে।

মেরিটাইম ডেটা অ্যানালাইসিস কোম্পানি সি-ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী, হুতি আক্রমণের কারণে লোহিত সাগরে পণ্য পরিবহন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় সাপ্লাই চেইন কোভিড-১৯ অতিমারির প্রথমদিকের চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতি এরই মধ্যে এতটা বিগড়ে গেছে যে বর্তমানে বাব এল-মান্দেবকে চলাচলের জন্য নিরাপদ ঘোষণা করলেও জাহাজের রুটিন বিন্যাস স্বাভাবিক হতে অন্তত দুই মাস সময় লেগে যাবে। নতুন বছরে লোহিত সাগরে সৃষ্ট এই জটিলতা তাই সমুদ্র পরিবহন খাতে মারাত্মক উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

কঠোর হবে নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বে আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের জেরে শিপিং কোম্পানিগুলো লোহিত সাগরের পরিবর্তে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে পণ্য পরিবহন করছে

হাতিয়ার। সমুদ্র পরিবহন খাতে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়া, ইরান, চীনের ভূরাজনৈতিক মতবিরোধ সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তীব্রতর হয়েছে। ইউক্রেনে সামরিক হামলা চালানোয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো রাশিয়ার ওপর কয়েক দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। রাশিয়ার জ্বালানি তেলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার জেরে ডার্ক ফ্লিট বা অজ্ঞাতসারে কার্যক্রম পরিচালনাকারী জাহাজের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে, যা গোটা বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহন খাতের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করায় ২০২৩ সালের নভেম্বরে রাশিয়া ও উজবেকিস্তানের ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় যুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ। এছাড়া গত ১১ ডিসেম্বর শিপিং কোম্পানি, বীমাকারী প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোরভাবে 'নো ইওর কার্গো'-নীতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন সরকার। নিষেধাজ্ঞা বা রপ্তানি বিধিনিষেধ অমান্য করে কেউ যেন বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের সুবিধা নিতে না পারে তাই এই নীতি গ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সমুদ্র পরিবহন ও বাণিজ্যের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো এই নীতি পালনে ব্যর্থ হলে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনে তাদের বিরুদ্ধে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এবং আর্থিক জরিমানাসহ শাস্তিমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যুক্তরাষ্ট্র। কঠোর বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর প্রতিক্রিয়া নতুন বছরে চাহিদা ও জোগানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে মেরিটাইম খাতে।

প্রাধান্য পাবে সবুজ রূপান্তর

বর্তমানে বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের ৩ শতাংশ আসে মেরিটাইম খাত থেকে। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের পরিমাণ ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় তিনগুণ হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। সময়মতো যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এই খাতের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হয়ে যাবে। কয়েক বছর ধরে মেরিটাইম খাতের অংশীজনরা কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করায় সমুদ্র পরিবহনের সবুজ রূপান্তর প্রক্রিয়া বেগবান হয়েছে। চলতি বছর সবুজ রূপান্তরের এই ধারা আরও প্রাধান্য পাবে। পরিবেশ রক্ষায় ২০২৩ সালে গৃহীত নিয়মনীতিগুলো কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এ বছর সেটা পরিলক্ষিত হবে।

২০২৩ সালের জুলাইয়ে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) ৮০তম অধিবেশনে সংস্থাটির ১ হাজার ৮০০ সদস্য কার্বন নিঃসরণ রোধে কঠোর লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। এর পাশাপাশি গত বছর আইএমওর কার্বন ইন্টেনসিটি ইন্ডিকেটর (সিআইআই) কার্যকর হয়। এসব উদ্যোগ চলতি বছর মেরিটাইম খাতে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করবে। সেসঙ্গে ইইউর এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম (ইটিএস) ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বলবৎ হয়েছে। ইটিএসের আওতায়

গত এক বছরে বিশ্বজুড়ে গ্রিন করিডোর ইনিশিয়েটিভের সংখ্যা ৪৪টিতে উন্নীত হয়েছে

চলতি বছর ইউরোপের বন্দরে আসা-যাওয়া করা জাহাজগুলোকে কার্বন নির্গমনের কারণে প্রায় ৩৬০ কোটি ডলার কার্বন শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি ডিএনভির তথ্যমতে, ইউরোপ ও এশিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি কনটেইনার জাহাজকে ৮ লাখ ৮৭ হাজার ডলার কার্বন শুল্ক পরিশোধ করতে হবে, যা তার বার্ষিক জ্বালানি ব্যয়ের ১০ শতাংশ। পরিচালন ব্যয় কমাতে শিপিং কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে বিকল্প পন্থা হিসেবে শিপ টু শিপ ট্রান্সফার এবং ইউরোপের পরিবর্তে নিকটবর্তী অন্যান্য বন্দরে কার্যক্রম পরিচালনার কথা ভাবছে, যা নতুন বছরে বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহনের গতানুগতিক ধারাকে বদলে দিতে পারে।

মেরিটাইম খাতের স্টেকহোল্ডাররা বর্তমানে গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি গ্রিন শিপিং করিডোর তৈরিতে গুরুত্বারোপ করছে। গ্লোবাল মেরিটাইম ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী গ্রিন করিডোর ইনিশিয়েটিভের সংখ্যা গত এক বছরে ২১টি থেকে ৪৪টিতে উন্নীত হয়েছে। আরও অনেক প্রকল্প বর্তমানে পরিকল্পনাধীন এবং প্রাক-বিনিয়োগ পর্যায়ে আছে। গ্রিন শিপিং করিডোরগুলো ২০২৪ সালে মেরিটাইম খাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

বাধ সাধবে বৈরী পরিবেশ

চলতি বছর বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে হবে মেরিটাইম খাতকে। এল নিনোর প্রভাবে ২০২৪ সালজুড়ে প্রতিকূল আবহাওয়া বিরাজ করবে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি বছর বৈশ্বিক তাপমাত্রা স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা নতুন বছরে আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অন্যদিকে চলতি বছরও পানামায় অনাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জেরে পানামা খালে সৃষ্ট খরা চলতি বছরও দীর্ঘায়িত হবে এবং পানির সংকট অব্যাহত থাকবে। এমন অবস্থায় ২০২৪ সালেও এই বাণিজ্যপথে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কম জাহাজ চলাচল করবে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী, জার্মানির রাইন নদী ও যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদগুলোতেও একই চিত্র দেখা যাবে। খরার কারণে এসব জলপথে পানির স্তর কমে যাওয়ায় পণ্য পরিবহন, বিশেষত বার্জ চলাচল ব্যাহত হবে। যা সার্বিকভাবে সমুদ্র পরিবহন খাতকে প্রভাবিত করবে।

সর্বত্র প্রযুক্তির প্রয়োগ

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মেরিটাইম খাতকে আমূল বদলে দিচ্ছে। এআই ব্যবহার করে সমুদ্র পরিবহন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি, রুট অপ্টিমাইজেশন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এআই-চালিত রোবোটিকসও অটোমেশন সিস্টেম কার্গোর পরিবহন ঝুঁকি কমিয়ে এবং কার্গো লোডিংয়ের সময় জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে বন্দরগুলোয় কার্গো হ্যান্ডলিং সহজ করে তুলছে। এছাড়া এআই-চালিত অ্যানালিটিক্স জাহাজের কার্যক্ষমতা, জ্বালানি ব্যবহার, আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে শিপিং কোম্পানিগুলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এর ফলে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শিপিং খাতের দক্ষতা ও নিরাপত্তা বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেসঙ্গে মেরিটাইম খাতের খরচও কমেছে। প্রযুক্তি বিষয়ক মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গার্টনারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪ সাল নাগাদ সাপ্লাই চেইন সংশ্লিষ্ট ৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এআই এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সে বিনিয়োগ করবে। এর পাশাপাশি জাহাজকে স্বয়ংচালিত করতে, শিপিং খাতে ব্লকচেইন প্রযুক্তি একীভূত করতে, মেরিটাইম খাতকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে সর্বোপরি সমুদ্র পরিবহনের সার্বিক উন্নয়নে চলতি বছর ইন্টারনেট অব থিংকস

(আইওটি), ক্লাউড-বেজড সিস্টেম, ডিজিটাল টুইনসহ আরও অনেক প্রযুক্তি মেরিটাইম খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ত্বরান্বিত হবে ডিজিটালাইজেশন ও যান্ত্রিকীকরণ

জাহাজ ও বন্দরের কর্মদক্ষতা বাড়াতে, খরচ বাঁচাতে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে সমুদ্র পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ মেরিটাইম খাতে যান্ত্রিকীকরণে আগ্রহী হয়ে উঠছে। অংশীজনরা বর্তমানে স্বয়ংচালিত নৌযান তৈরি এবং অত্যাধুনিক যান্ত্রিক সুবিধা সম্পন্ন স্মার্ট বন্দর তৈরিতে বিনিয়োগ করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৪ সালে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হয়ে উঠবে। এ বছর কোনো ক্রু ছাড়া সম্পূর্ণ স্বয়ংচালিত কার্গো জাহাজ কার্যক্রম শুরু করবে। অ্যালায়েড মার্কেট রিসার্চের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বার্ষিক ২৩ দশমিক ১ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩২ সাল নাগাদ স্মার্ট পোর্টস মার্কেটের মূল্য ১ হাজার ৫৫০ কোটি ডলারে পৌঁছবে।

শক্তিশালী হবে সাইবার নিরাপত্তা

বিগত কয়েক বছরে লজিস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতে সাইবার হুমকি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। গবেষণা অনুযায়ী, এই খাতে সাইবার আক্রমণের প্রচেষ্টা ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাইবার হামলার মাধ্যমে হ্যাকাররা কার্গোর গোপনীয় তথ্য হাতিয়ে নেওয়া থেকে শুরু করে অবৈধভাবে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছে। এর ফলে নৌ-চলাচল ব্যাহত হবার পাশাপাশি সংঘর্ষ ও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছে। সাইবারআউলের গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্ট অনুযায়ী, কর্মীদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে মেরিটাইম খাতের ৯৫ শতাংশ সাইবার হামলার ঘটনা ঘটে। মেরিটাইম খাতের অটোমেশন কাজের নির্ভুলতা ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাইবার হামলার ঝুঁকি চিহ্নিত করে এবং সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। ২০২৪ সালে এআই ও অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা কাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংবেদনশীল তথ্য ও সিস্টেমগুলোকে সুরক্ষিত করতে এবং সমুদ্র পরিবহনকে নিরাপদ রাখতে কাজ করবে মেরিটাইম খাত।

চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যহীনতা আরেক ধাপ বাড়বে

কোভিড-পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী কনটেইনার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাহাজ নির্মাণে উল্লম্ফন পরিলক্ষিত হয়। নবনির্মিত সেসব জাহাজ গত বছর থেকে বাণিজ্যিক নৌবহরে যুক্ত হতে শুরু করেছে। ২০২৩ সালের তুলনায় চলতি বছর সরবরাহকৃত নতুন জাহাজের সংখ্যা ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিমকোর প্রধান শিপিং বিশ্লেষক নিলস রাসমুসান জানান, ২০২৪ সালে ৩১ লাখ টিইইউর ৪৭৮টি নতুন কনটেইনার জাহাজ এমএসসি, মায়েরস্ক, সিএমএ সিজিএমসহ অন্যান্য শিপিং কোম্পানির বহরে যুক্ত হবে। এর ফলে কনটেইনার বহরের ধারণক্ষমতা চলতি বছর ১০ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে দেশে দেশে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি, কঠোর সুদহার নীতি এবং ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জেরে ২০২৪ সালে কনটেইনার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কনটেইনার এক্সচেঞ্জের জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৫৭ শতাংশের মতে, কোভিড-পরবর্তী সময়ে এই বছর চাহিদার পরিমাণ বাড়াতে সবচেয়ে বেশি হিমশিম খাবে মেরিটাইম খাত। জোগানের সাথে পাল্লা দিয়ে চাহিদার পরিমাণ না বাড়ায় ২০২৪ সাল থেকে কনটেইনার শিপিংয়ের অতিসক্ষমতা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। ড্রিউরির বৈশ্বিক জোগান-চাহিদা সূচক অনুযায়ী, ২০২৪ সালে জোগানের পরিমাণ ৬ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও চাহিদা মাত্র ২ শতাংশ বাড়বে, যা সর্বকালের সর্বনিম্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে, চাহিদা-জোগানের এই ভারসাম্যহীনতা আগামী কয়েক বছর ধরে কনটেইনার শিপিং খাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

কনটেইনার শিপিংয়ে নিরাশার সুর

পানামা খালে সীমিত আকারে জাহাজ চলাচল এবং কনটেইনার জাহাজের অতি সক্ষমতার দরুন সাম্প্রতিক সময়ে শিপিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েই চলেছে। যার ফলে কনটেইনার জাহাজের ফ্রেইট রেট মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গত অক্টোবরে ড্রিউরি জানায়, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক ফ্রেইট রেটে ৩৩ শতাংশ পতন হবার আশঙ্কা রয়েছে। ২০২৩ সালে ক্যারিয়ার কোম্পানিগুলো আনুমানিক ২ হাজার কোটি ডলার মুনাফা (কর-পূর্ববর্তী) অর্জন করলেও চলতি বছর ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার লোকসানের পূর্বাভাস দেয় সংস্থাটি। ২০০৯ ও ২০২০ সালে মন্দার কারণে কমতে থাকা থ্রুপুটের পরিমাণ বন্দরগুলো দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে পারলেও বর্তমানে চলমান সংকট সহসা কাটবে না বলে শঙ্কা প্রকাশ করছে ড্রিউরি।

২০২৩ সালের নভেম্বরে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে পশ্চিমাদের সংঘর্ষ শুরু হলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। চলমান সংঘর্ষে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। দুর্ঘটনা এড়াতে শিপিং কোম্পানিগুলো তাই বিকল্প পথ ব্যবহার করছে, যার ফলে পরিবহন ব্যয় হু-হু করে বাড়ছে। বাড়তি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হয়ে ফ্রেইট রেট বাড়াচ্ছে শিপিং কোম্পানিগুলো। তবে ফ্রেইট রেটের এই ঊর্ধ্বগতি অনিশ্চয়তায় ভরা নতুন বছরে শিপিং খাতের লোকসান আদৌ কমাতে পারবে কিনা তা এখনো সুস্পষ্ট নয়।

আশা জোগাচ্ছে ট্যাংকার মার্কেট

এতসব হতাশার মাঝে আশার আলো দেখাচ্ছে ট্যাংকার মার্কেট। মূলত এশিয়ার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক তেলের চাহিদা বাড়ছে। শিপব্রোকার এক্সক্লুসিভের তথ্যমতে, ২০২৪ সালে চীনে তেলের চাহিদা ২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ৩ দশমিক ২ শতাংশ বাড়বে। অন্যদিকে আমেরিকার থেকে অপরিশোধিত তেল রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্যাংকার জাহাজ চলাচলের গড় দূরত্ব বাড়ছে তথা টন-মাইল অনুপাত উন্নত হচ্ছে; যা বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপথে তেল পরিবহনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ) জানায় চলতি বছর দৈনিক তেলের চাহিদা ১ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। গায়ানা ও যুক্তরাষ্ট্রে তেল উত্তোলন বৃদ্ধি এবং ওপেকভুক্ত দেশগুলো থেকে তেলের সরবরাহ অব্যাহত থাকায় ২০২৪ সালে তেলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব বলে মনে করছে আইইএ। নতুন বছরে তেলের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে ট্যাংকার জাহাজের চাহিদা। বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিলের (বিমকো) পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছর অপরিশোধিত ট্যাংকার মার্কেটে কার্গো ভলিউম ৩ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২৪ সালে অপরিশোধিত ট্যাংকার মার্কেটে কার্গো ভলিউম ৪ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

বন্দরবার্তার অষ্টম বছর

বন্দরবার্তা, জানুয়ারি ২০২৩

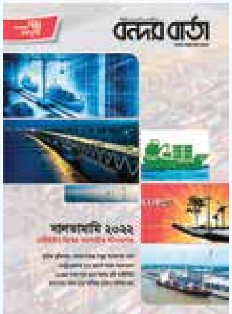

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বদলে যাচ্ছে সমুদ্র গবেষণার ধরন
- মেট্রোরেলের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ
- জাপানের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সমীক্ষা শুরু

মেরিটাইম বিশ্বের আলোচিত ঘটনাপ্রবাহ ২০২২

ঘটনা-দুর্ঘটনার বন্ধুর পথ পেরিয়ে ২০২২ সালে বৈশ্বিক নৌপরিবহন খাত আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নতুন ধারণা ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে মেরিটাইম খাত। ২০২২ সালে করোনা-পরবর্তী সময়ে ভার্চুয়াল জগৎ ছেড়ে পুনরায় বাস্তবে পা দেয় শিপিং ইন্ডাস্ট্রি। ট্যাংকার মার্কেট চাঙ্গা হওয়ার পাশাপাশি সংযুক্তি, একত্রীকরণ আর চুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় কৃষ্ণসাগরে মানবিক মেরিটাইম করিডোরের যাত্রা শুরু হয়। অন্যদিকে স্মরণকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে জলদস্যুতা। মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ডাইভার্সিটি-ইকুইটি-ইনক্লুশনে গুরুত্বারোপ করে। সেসঙ্গে সমুদ্রে চলাচলকারী মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় ঐতিহাসিক জেনেভা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

বন্দরবার্তা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

- জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী বদলে যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ নৌযোগাযোগ
- ১০ মিটার ড্রাফট ও ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভেড়ানোর মাইলফলক চট্টগ্রাম বন্দরের
- পানির নিচের শব্দদূষণ কমাতে নতুন সংশোধিত নীতিমালা আনছে আইএমও
- ২০২২ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার পরিবহন ৩১ লাখ টিইইউ ছাড়িয়েছে

ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে মেরিটাইম বিশ্ব

কোভিড এবং ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জেরে ইউরোপ আর মার্কিন বাজারের মন্দার প্রভাব পড়ছে বিশ্বজুড়ে। বিগত বছরের প্রতিকূলতার জের টানতে হলেও মেরিটাইম খাত বর্তমানে বেশকিছু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। ডিজিটালাইজেশন ও ডেটা শেয়ারিং প্রক্রিয়া বেগবান করার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সিআইআই এবং ইইউ ইটিএস রেগুলেশনস নিয়ে কাজ করছে মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ইউরোপে জাহাজ চলাচল শুরু এবং পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে টেকসই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে বাংলাদেশের নৌপরিবহন খাত।

বন্দরবার্তা, মার্চ ২০২৩

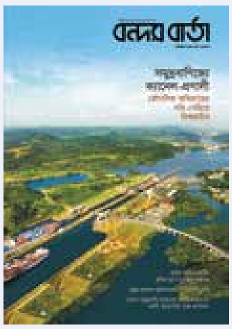

- সমুদ্র সুরক্ষায় জাতিসংঘের ঐতিহাসিক চুক্তি
- দেশের সমুদ্রগামী জাহাজের বহরে যোগ হলো চারটি 'ব্র্যান্ড নিউ' বাল্ক ক্যারিয়ার
- কৃত্রিম আলোকচ্ছটায় ঝুঁকির মুখে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র
- পদ্মা সেতুর কারণে বাংলাদেশ-ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে

সমুদ্র বাণিজ্যে ক্যানেল-প্রণালী : ভৌগোলিক অধিকারের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বজনীন

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গতিপথ নির্ভর করে বাণিজ্যিক গতিশীলতার ওপর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাণ্ডারি হলো সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক শিপিং খাতের প্রবাহ কেমন, সেটি পর্যালোচনা করলেই বৈশ্বিক অর্থনীতির হালচাল বোঝা যায়। শিপিং প্যাসেজগুলোর স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ন রাখার ওপর শিপিং খাতের প্রবাহমানতা অনেকটাই নির্ভরশীল। ক্যানেল-প্রণালীগুলোর ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। এগুলোর যেকোনো একটির গতিময়তা ব্যাহত হলে বৈশ্বিক বাণিজ্য বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

বন্দরবার্তা, এপ্রিল ২০২৩

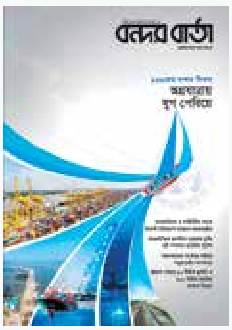

- স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা
- আন্তর্জাতিক জলসীমা সুরক্ষায় হাই সিজ ট্রিটি
- ৯ হাজার কোটি ডলারের রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে সক্ষম চট্টগ্রাম বন্দর
- সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদারে নতুন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ইইউ

১৩৬তম বন্দর দিবস : অগ্রযাত্রায় যুগ পেরিয়ে

১৮৮৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে চট্টগ্রাম বন্দর। যদিও তার কয়েকশ বছর আগে থেকেই ভীনদেশি বণিকদের আনাগোনাসহ নানাবিধ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড চলত এ বন্দরকে ঘিরে। ১৮৮৭ সালে পোর্ট কমিশনার গঠিত হওয়ার পর ১৮৮৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথম দুটি মুরিং জেটি নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে পোর্ট কমিশনার পোর্ট ট্রাস্টে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে এই বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হিসেবে যাত্রা শুরু করে এখন বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের গেটওয়ে হিসেবে কাজ করছে।

বন্দরবার্তা, মে ২০২৩

- স্বতন্ত্র ইন্দো-প্যাসিফিক রূপরেখা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ
- চ্যালেঞ্জিং সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের দায়িত্ব নিলেন রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল
- সমুদ্রের নতুন সম্ভাবনা ফ্লোটিং অফশোর উইন্ড প্রযুক্তি
- বিশ্বব্যাংকের লজিস্টিক পারফরম্যান্স সূচকে ১২ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণস্পন্দন চট্টগ্রাম বন্দর। বন্দরের নেভিগেশনাল কার্যক্রম, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিশাল এই কর্মযজ্ঞ সুচারুরূপে পরিচালনা করতে এবং বন্দরের বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে বন্দর কর্তৃপক্ষকে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হয়। প্রচলিত আইনকে যুগোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ২০২২ সালে 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬' রহিত করে 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন,২০২২' প্রণয়ন করা হয়। নতুন আইন বন্দরকে আরও গতিশীল, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করে তুলছে।

বন্দরবার্তা, জুন ২০২৩

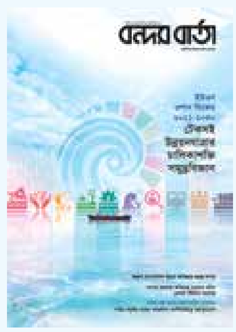

- ঢাকায় ষষ্ঠ ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত
- চট্টগ্রাম-দুবাই রুটে জাহাজ চলাচল শুরু
- অদৃশ্য রাসায়নিক দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাগর
- সাগরে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা রেকর্ড পরিমাণ কমেছে

ইউএন ওশান ডিকেড ২০২১-২০৩০ : টেকসই উন্নয়নযাত্রার চালিকাশক্তি সমুদ্রবিজ্ঞান

বৈশ্বিক জলবায়ুর ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ও মানবকল্যাণে সমুদ্রের ভূমিকা অসামান্য। মানবজাতির সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুস্থ সামুদ্রিক পরিবেশ ও নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। তাই সমুদ্র থেকে নানাবিধ সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি এর পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়টিও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সুনীল অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। সমুদ্রবিজ্ঞানের সর্বজনীনচর্চা কাজটি সহজ করে দিতে পারে। আর এই বিষয়টি মাথায় রেখেই চলতি দশককে সমুদ্রবিজ্ঞানের দশক ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ।

বন্দরবার্তা, জুলাই ২০২৩

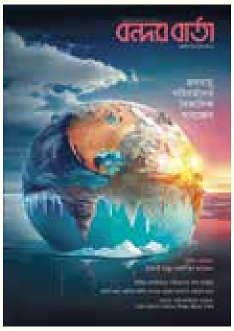

- বৈশ্বিক কনটেইনার পরিবহনের গতি বাড়েনি
- সাগরে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল খালাসে সহায়তা দিচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর
- স্বয়ংচালিত জাহাজের সুরক্ষায় সোলাসে নতুন কোড যুক্ত করবে আইএমও
- আমদানি শুল্কছাড়ে দেশীয় কনটেইনার ব্যবসায় নতুন সম্ভাবনা

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তন একটি চিরায়ত বিষয়। প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর পার করতে গিয়ে আমাদের পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তবে মানবজাতির জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এখনকার মতো উদ্বেগজাগানিয়া বিষয় হয়তো আর কখনই ছিল না। অবশ্য আমরাই এই পরিবর্তনের বড় প্রভাবক। কী কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে, এর গতিপথইবা কেমন, ধরিত্রীকে বাঁচাতে আমাদের কী পদক্ষেপ নিতে হবে–এসব বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা করে বৈশ্বিক নীতিনির্ধারকদের দিকনির্দেশনা দেয় ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)।

বন্দরবার্তা, আগস্ট ২০২৩

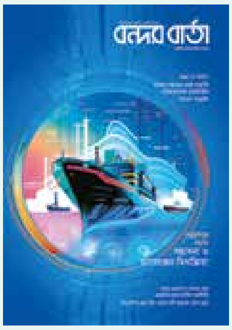

- বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের জন্য চীন থেকে চারটি জাহাজ কেনা হবে
- এমইপিসির ৮০তম অধিবেশনে পরিবেশগত নিয়মনীতিতে পরিবর্তন এনেছে আইএমও
- পানামা খালের খরার প্রকোপে প্রভাবিত হবে মার্কিন অর্থনীতি
- তিনটি হ্যান্ডলিং সূচকের দুটিতেই উন্নতি হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের

সমুদ্র শিল্পে প্রযুক্তি : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের মিথস্ক্রিয়া

প্রযুক্তি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। উৎকর্ষের ধারাবাহিকতায় একে নিত্যনতুন উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নতুন প্রযুক্তিগুলোর বাস্তবিক কার্যকারিতা ও সুফল নির্ভর করে সেগুলোর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ওপর। প্রতিটি প্রযুক্তিই যেমন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়, তেমনই কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করে। সমুদ্র শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। চ্যালেঞ্জগুলো উতরে প্রযুক্তির সর্বজনীন সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল এই খাতের টেকসই নির্মাণ সম্ভব হবে।

বন্দরবার্তা, সেপ্টেম্বর ২০২৩

- চট্টগ্রাম বন্দরে ১১ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভেড়ানোর পরিকল্পনা
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাড়ছে জলদস্যুতা
- দেশের প্রথম শুল্কনীতি প্রণয়ন
- ফ্ল্যাগ স্টেটের শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে পানামা ও লাইবেরিয়া

সমুদ্র পরিবহনের গতিশীলতায় সময়োপযোগী নীতি-কৌশল

সমুদ্র পরিবহন একটি গতিশীল খাত। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, কনটেইনার পরিবহন ব্যবস্থার আবির্ভাব এই খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সেই পরিবর্তনের পালে আরও হাওয়া দিয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রাণভোমরা এই খাতকে সচল রাখতে তাই প্রয়োজন নীতিগত ও কৌশলগত গতিময়তা। উদ্ভূত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সংশ্লিষ্ট সব মেকানিজমের স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও আঞ্চলিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি-কৌশলের কোনো বিকল্প নেই।

বন্দরবার্তা, অক্টোবর ২০২৩

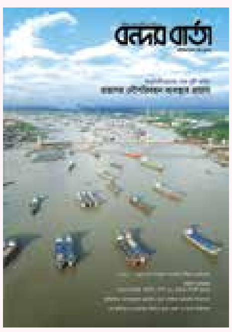

- অতিরিক্ত তাপমাত্রায় হুমকির মুখে বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা
- বে টার্মিনাল এলাকায় নির্মিত হবে তেল ও গ্যাস টার্মিনাল
- মাতারবাড়ী চ্যানেল চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে হস্তান্তর
- বেইজিং কনভেনশনে ১৫ দেশের স্বাক্ষর

আধুনিকীকরণের পথে দুটি আইন : প্রাগ্রসর নৌপরিবহন ব্যবস্থার প্রয়াস

নৌপরিবহন খাতকে আইনি পরিকাঠামোর আওতায় আনতে ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে দুটি আইন চালু করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলোকে আরও প্রাসঙ্গিক করা, নৌপরিবহন খাতকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং খাতসংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের বোধগম্যতার সুবিধার্থে বিদ্যমান দ্য ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স ও দ্য মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স আইন দুটিকে বাংলায় ভাষান্তর ও সংযোজন-পরিমার্জন করে নতুন দুটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। এগুলোয় টেকসই নৌশিল্প গড়ে তোলা, পরিবেশগত সুরক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বন্দরবার্তা, নভেম্বর ২০২৩

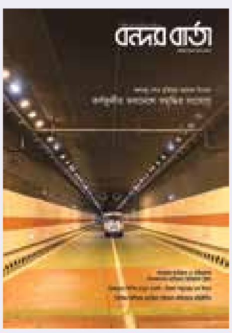

- উষ্ণায়নে শিপিং খাতে সংকট : উদ্বেগ বাড়াচ্ছে এল নিনো
- বন্দরের কার্যক্রম ও পরিচালনায় দিনবদলের হাতিয়ার ডিজিটাল টুইন
- বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে ডব্লিউটিও
- চট্টগ্রাম বন্দরে যুক্ত হলো ৩৯৩ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল : কর্ণফুলীর তলদেশে সমৃদ্ধির সংযোগ

কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রাম জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। নদীর একপাশে থাকা মূল শহর ও বন্দরের সঙ্গে অপর প্রান্তের আনোয়ারা উপজেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নদীর তলদেশে নির্মিত হয়েছে সড়কপথের টানেল- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। দেশে তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়াতেও এই ধরনের টানেল এই প্রথম। অনন্য এই অবকাঠামো চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিল্পোন্নয়ন ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) ও এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কেরও গুরুত্বপূর্ণ এক সংযোগমাধ্যম হবে এটি।

বন্দরবার্তা, ডিসেম্বর ২০২৩

- বৈশ্বিক শিপিং খাতে তীব্র মন্দার শঙ্কা, চলছে ব্যয় সংকোচন
- বিএসসিতে আরও ২১টি সমুদ্রগামী জাহাজ যুক্ত করার পরিকল্পনা
- আশঙ্কাজনক গতিতে বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
- ঘটনাপ্রবাহে মেরিটাইম বিশ্ব ২০২৩

নতুন সম্ভাবনায় বৃহত্তর চট্টগ্রাম : শিল্প-বাণিজ্যের দিনবদলে আগামীর বন্দর

সদাব্যস্ত বন্দরনগরী চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রাণভোমরা। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম ও পর্যটন নগরী কক্সবাজারে বেশ কয়েকটি অবকাঠামো প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। আরও কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এসব অবকাঠামোর ওপর ভর করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সেসঙ্গে যোগাযোগ-জ্বালানি খাতে আঞ্চলিক হাব হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে চট্টগ্রাম। বাড়ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা। উদ্বোধনকৃত ও বাস্তবায়নাধীন এসব উন্নয়ন প্রকল্প সার্বিকভাবে একটি স্মার্ট ও উন্নত অর্থনীতির বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

গত গ্রীষ্মে আর্কটিকের তাপমাত্রা স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে

২০২৩ সালের গ্রীষ্মকালে আর্কটিক অঞ্চলে ইতিহাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এনওএএর বার্ষিক আর্কটিক রিপোর্ট কার্ড অনুযায়ী, সে সময় ভূপৃষ্ঠে বায়ুর গড় তাপমাত্রা ছিল ৪৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ১৯৪০-এর দশক থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রতি দশকে প্রায় অর্ধেক ডিগ্রি করে বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে মানব-সৃষ্ট উষ্ণায়নের কারণে আর্কটিকের তাপমাত্রা বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। অতিরিক্ত উষ্ণতায় গ্রিনল্যান্ডে বরফের স্তর গলতে শুরু করেছে। এছাড়া এ অঞ্চলের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কঠোর নিঃসরণ নীতিমালা পালনে সহায়তা করবে বিমকো

১ জানুয়ারি বলবৎ হওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের এমিশন ট্রেডিং সিস্টেমসহ (ইইউ ইটিএস) কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে জারিকৃত সকল বিধিমালা পালনে মেরিটাইম খাতের স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা করবে বিমকো। এ লক্ষ্যে বিমকোর ডকুমেন্টারি কমিটি একটি এমিশন ট্রেডিং স্কিম (ইটিএস) গ্রহণ করেছে। বিমকোর স্কিমটিতে শিপম্যান চুক্তির জন্য এমিশন ট্রেডিং স্কিম অ্যালাউন্স ক্লজ এবং পণ্য পরিবহনকারীদের (ভয়েজ চার্টার পার্টি ২০২৩) জন্য এমিশন স্কিম ফ্রেইট ক্লজ, এমিশন স্কিম সারচার্জ ক্লজ এবং এমিশন স্কিম ট্রান্সফার অব অ্যালাউন্স ক্লজ রয়েছে।

সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সহায়তা করবে ব্লু মেডিটেরেনিয়ান পার্টনারশিপ

দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে টেকসই সুনীল অর্থনীতির বিকাশে কাজ করবে ব্লু মেডিটেরেনিয়ান পার্টনারশিপ। পার্টনারশিপের অংশীদার এবং পৃষ্ঠপোষকরা নিজেদের সমর্থন নিশ্চিত করতে কপ২৮ জলবায়ু সম্মেলনে এ বিষয়ক একটি প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। অন্তত ১০০ কোটি ইউরো বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অগ্রসর হওয়া পার্টনারশিপটি চলতি বছরের শুরুতে কার্যকর হবে। পার্টনারশিপটি প্রাথমিক পর্যায়ে মিশর, জর্ডান ও মরক্কো এবং পর্যায়ক্রমে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরীয় অঞ্চলের সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অর্থায়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে কার ক্যারিয়ার মার্কেট

ক্লার্কসনস রিসার্চের বাৎসরিক রিভিউ অনুযায়ী, ২০২৩ সালে কার ক্যারিয়ার মার্কেটে রেকর্ড পরিমাণ ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। দৈনিক চার্টার রেট বছরওয়ারি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ডলারে পৌঁছেছে। সর্বকালের সর্বোচ্চ এই চার্টার রেট ২০১৯ সালের গড় ভাড়ার চেয়ে ৭ গুণ বেশি। চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া গত বছর গাড়ি রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সেসঙ্গে ইউরোপের গাড়ি আমদানি ৩৯ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে কার ক্যারিয়ার মার্কেট।

মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় টালমাটাল বৈশ্বিক বাণিজ্য

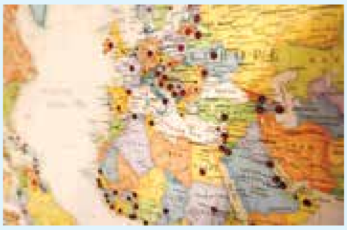

অক্টোবরে শুরু হওয়া হামাস-ইসরায়েল সংঘর্ষে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহী ও যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়লে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল অনিরাপদ হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় জাহাজগুলো আফ্রিকার আশপাশ ঘুরে যাতায়াত করলে এশিয়া-ইউরোপ রুট

নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ লোহিত সাগর ও সুয়েজ খালে কার্যক্রম গুটিয়ে নিচ্ছে শীর্ষ স্থানীয় শিপিং কোম্পানিগুলো। বিকল্প পথ উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে পণ্য পরিবহন করায় ব্যয় হচ্ছে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ। বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধাবস্থা দীর্ঘায়িত হলে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ১০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পণ্য পরিবহন ব্যয় বাড়বে এবং বিকল্প পথ ও বন্দরগুলোয় জাহাজজট সৃষ্টি হবে।

বিশ্বব্যাপী চলাচলকারী ৩০ শতাংশ কনটেইনারবাহী জাহাজসহ বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় ১০ শতাংশ লোহিত সাগর দিয়ে পরিবাহিত হয়। গত অক্টোবরে শুরু হওয়া হামাস-ইসরায়েল সংঘর্ষে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহী ও যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়লে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল অনিরাপদ হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় জাহাজগুলো আফ্রিকার আশপাশ ঘুরে যাতায়াত করলে এশিয়া-ইউরোপ রুট এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সংযোগকারী সকল রুটে ট্রানজিট দীর্ঘায়িত হবে। পাশাপাশি বার্থিং এবং কার্গো প্রসেসিং ও আনলোডিং করতে লাগবে লম্বা সময়। সুয়েজ খালের পরিবর্তে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে চলাচল করলে গন্তব্যে পৌঁছতে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত সময় (১২ থেকে ২০ দিন) ব্যয় হবে। জাহাজের গতি ও সম্ভাব্য বন্দরজটের ওপর ভিত্তি করে এই সময় ওঠা-নামা করবে।

ফ্লেক্সপোর্টের তথ্যমতে, গুটিকয়েক জাহাজ এখনো লোহিত সাগরে চলাচল করলেও ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ৪৩ লাখ কনটেইনার বহনে সক্ষম ২৯৯টি জাহাজ হয় নিজেদের রুট পরিবর্তন করেছে না হয় বিকল্প রুটে চলাচলের পরিকল্পনা নিয়েছে। ডিসেম্বরের শেষে গতিপথ পরিবর্তনকারী জাহাজের সংখ্যা এক সপ্তাহ আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে, যা বৈশ্বিক কনটেইনার সক্ষমতার ১৮ শতাংশ। মায়েরস্ক, হ্যাপাগ-লয়েডের মতো শীর্ষ কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে এই পথে কার্যক্রম স্থগিত করেছে। কার্লকসন রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, ২২ থেকে ২৬ ডিসেম্বর এডেন উপসাগরে জাহাজ আসার পরিমাণ মাসের প্রথমার্ধের গড়ের তুলনায় ৪০ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে সুয়েজ খালে জাহাজ আসার পরিমাণ কমেছে ৪৫ শতাংশ।

লজিস্টিক কোম্পানি এমটিএক্স লজিক্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিকল্প পথে পণ্য পরিবহন করায় শিপিং কোম্পানিগুলোকে বাংকার অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টরস (বিএফএস), পণ্য পরিবহন ভাড়া এবং ওয়ার সারচার্জ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে। এর ফলে সকল ধরনের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত শিপিং নেটওয়ার্কের রুটগুলো পরস্পর আন্তঃসংযুক্ত হওয়ায় সমগ্র শিপিং খাতই এর দ্বারা প্রভাবিত হবে।

নভেম্বরে শিডিউল রিলায়েবিলিটি ছিল নিম্নমুখী

২০২৩ সালজুড়ে কনটেইনার পরিবহনে ইতিবাচক অবস্থা বিরাজমান ছিল। তবে পানামা খালের খরা ও লোহিত সাগরে চলমান অস্থিতিশীলতার জেরে মার্চের পর নভেম্বরে শিডিউল রিলায়েবিলিটি দ্বিতীয় দফা নিম্নমুখী হয়েছে।

সি-ইন্টেলিজেন্সের প্রধান নির্বাহী অ্যালান মারফি জানান, গত নভেম্বরে বৈশ্বিক শিডিউল রিলায়েবিলিটি মাসওয়ারি হিসেবে ঋণাত্মক ২ দশমিক ৫ শতাংশীয় পয়েন্ট কমে ৬১ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। সামগ্রিকভাবে জাহাজ অপারেটররা শিডিউল ঠিক রাখতে হিমশিম খেলেও এশিয়া-ভিত্তিক শিপিং কোম্পানিগুলো এ সময় মাসওয়ারি প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। ৭০ শতাংশ রিলায়েবিলিটি অর্জন করা একমাত্র কোম্পানি এভারগ্রিন অনেক বছর পর প্রথমবারের মতো তালিকার শীর্ষস্থানে উঠে আসে। এদিকে আরেক এশীয় কোম্পানি ওয়ান হাই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও এমএসসি, মায়েরস্কের অবস্থান আগের চেয়ে পিছিয়েছে।

বন্দরের জাহাজজট কমাতে ব্রাজিলকে ভার্চুয়াল অ্যারাইভাল সিস্টেম ব্যবহারের আহ্বান

ব্রাজিলের বন্দরগুলোয় জাহাজজটের তীব্রতা দিন দিন বাড়ছে। বন্দরে বার্থিংয়ের জন্য যেকোনো জাহাজকে বর্তমানে গড়ে ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অপেক্ষমাণ সময়ের পরিমাণ কমাতে ব্রাজিলকে ভার্চুয়াল অ্যারাইভাল সিস্টেম চালুর আহ্বান জানিয়েছে বিমকো।

বিশ্বের সর্বোচ্চ শস্যদানা রপ্তানিকারক দেশ ব্রাজিলে এ বছর বাম্পার ফলন হয়েছে। এতে রপ্তানির পরিমাণ এবং বন্দরের কার্যক্রম ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর থেকে আমাজানে পানির স্তর কমে যাওয়ায় জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে বন্দরগুলোয় জাহাজজট তীব্রতর হয়েছে। ভার্চুয়াল অ্যারাইভাল সিস্টেম চালু করলে জাহাজ অপারেটররা আগে থেকে বার্থিংয়ের সম্ভাব্য সময় জানতে পারবেন। ফলে জাহাজগুলো এমন গতিতে চলাচল করতে পারবে যাতে নোঙর ফেলে কোথাও অপেক্ষা না করে নির্ধারিত সময়ে সরাসরি বন্দরে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

এশিয়া-ইউরোপ রুটে চালু হচ্ছে পিক সিজন সারচার্জ

পণ্য পরিবহন সক্ষমতা কমতে থাকায় এশিয়া-ইউরোপ রুটে পিক সিজন সারচার্জ (পিএসএস) আদায় করবে শীর্ষ শিপিং কোম্পানিগুলো।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধাবস্থার কারণে এশিয়া-ইউরোপ রুটের জাহাজগুলো লোহিত সাগর ও সুয়েজ খালের পরিবর্তে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে ঘুর পথে চলাচল করছে। এছাড়া অনেক কনটেইনার শিপ সাগরে আটকা পড়ায় জাহাজের চাহিদাও বাড়ছে। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি থেকে এশিয়া-ইউরোপ রুটের পশ্চিমমুখী বাণিজ্যে টিইইউ প্রতি ৫০০ ডলার জরুরি পিক সিজন সারচার্জ চালু করছে জাপানি শিপিং কোম্পানি ওয়ান। একই সময়ে এশিয়া-উত্তর ইউরোপ রুটে সকল ধরনের মাল পরিবহনের জন্য টিইইউ প্রতি ১ হাজার ৫০০ ডলার এফএকে (ফ্রেইট অল কাইন্ড) গুনতে হবে শিপারদের। অন্যদিকে চলমান অনিশ্চতায় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যর্থতার দায় এড়াতে বিল অব লেডিংয়ে 'ফোর্স মেজিউর' ক্লজ যুক্ত করছে সিএমএ সিজিএম।

অর্থায়ন ও নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সবুজ জ্বালানি সরবরাহের অন্তরায়

অর্থায়ন ও নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতায় পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদন প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রলম্বিত হচ্ছে। সম্প্রতি ফুয়েলিং দ্য ফিউচার অব শিপিং প্রতিবেদনে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবুজ জ্বালানি উৎপাদনের ৯৫ শতাংশের বেশি প্রকল্প এখনো ফাইনাল ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন (এফআইডি) ধাপেই আটকে আছে। মেরিটাইম খাতের স্টেকহোল্ডারদের মতে, মূলত দশটি কারণে সবুজ জ্বালানি প্রকল্পগুলো এফআইডির বাধা পেরোতে পারছে না। কারণগুলোকে গ্রাহক ও ভোক্তা চাহিদা, অর্থনৈতিক, আর্থিক ও নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত সমস্যা, সাপ্লাই চেইন ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা এবং সাংগঠনিক সমস্যাসহ দশটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। তবে গ্রিন করিডোর তৈরির পাশাপাশি ক্যাপাসিটি পেমেন্ট, ডায়নামিক কন্ট্রাক্ট প্রাইসিং, ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রির মতো অভিনব চুক্তি ও অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সংকট নিরসন করা সম্ভব।

স্পট রেটের পতন কঠিন আগামীর বার্তা বয়ে আনছে

২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে ৪৫ দিনে তিন দফা জেনারেল রেট ইনক্রিজের (জিআরআই) প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এশিয়া-উত্তর ইউরোপ রুটে কনটেইনার স্পট রেটের পতন অব্যাহত রয়েছে। স্পট রেটের প্রলম্বিত নিম্নমুখিতা নতুন বছরে, নতুন চুক্তি বিষয়ক আলোচনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সাম্প্রতিক সময়ে এফএকে (ফ্রেইট অল কাইন্ড) রেট বাড়লেও নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জেনেটা শিপিং ইনডেক্সে এশিয়া-উত্তর ইউরোপ রুটের স্পট রেট মাত্র ১ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে টিইইউ প্রতি গড় স্পট রেট দাঁড়িয়েছে ৬২২ ডলার, যা বছরওয়ারি হিসাবে ৫০ শতাংশ কম। ধারণা করা হচ্ছিল, পুরনো চুক্তিগুলোর মেয়াদ ফুরালে ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে পরিস্থিতি বেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। প্রত্যাশিত সময়ের আগে পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ায় নতুন চুক্তিগুলো এক বছর আগের তুলনায় কম রেটে চূড়ান্ত করতে হবে।

ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বে বৈশ্বিক বাণিজ্যে ৫ শতাংশ পতন

ঋণের উচ্চ সুদ, সাপ্লাই চেইনে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বৈরিতার প্রভাব এবং আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে আরোপিত বিধিনিষেধের জেরে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক বাণিজ্যে ৫ শতাংশ পতন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সংস্থা বা আঙ্কটাড এ তথ্য জানায়।

২০২৩ সালে পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্যের মূল্য ৩০ লাখ ৭০ হাজার কোটি ডলারে নেমে এসেছে, যা আগের বছরের চেয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলার কম। আঙ্কটাডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পণ্য বাণিজ্যে ২০ হাজার কোটি ডলার বা ৮ শতাংশ পতনই বৈশ্বিক বাণিজ্যে মন্দার প্রধান কারণ। তবে পরিষেবা খাতে এর বিপরীত চিত্র দেখা গেছে। পরিষেবা বাণিজ্য বছরওয়ারি ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ হাজার কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী আমদানি পণ্যের চাহিদা স্থিতিশীল থাকায় বৈশ্বিক বাণিজ্যের মূল্য কমলেও পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে।

ইইউর কার্বন শুল্কের প্রকোপে পড়তে যাচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলো

নতুন বছরের শুরুতেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম (ইটিএস) কার্যকর হচ্ছে। ইটিসের আওতায় ইউরোপের বন্দরে কার্যক্রম পরিচালনাকারী জাহাজগুলোকে কার্বন শুল্ক বাবদ বাড়তি অর্থ গুনতে হবে।

অতিরিক্ত ব্যয় এড়াতে শিপিং কোম্পানিগুলো ইউরোপের পরিবর্তে পার্শ্ববর্তী এশীয় ও আফ্রিকান বন্দরগুলোয় বার্থিং করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে ইউরোপীয় দেশগুলো। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষায় দ্রুত ইটিএস পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাত দেশ– সাইপ্রাস, ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস, ইতালি,

মেগা কনটেইনার শিপে বাড়ছে অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাণিজ্যিক নৌবহরে বৃহদাকার কনটেইনার জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অগ্নিসংযোগসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। আলিয়াঞ্জ গ্লোবালের বার্ষিক শিপিং অ্যান্ড সেফটি রিভিউয়ে এ তথ্য জানা যায়।

অগ্নিদুর্ঘটনা এবং বিস্ফোরণ সাগরে জাহাজ হারানোর প্রধান কারণ। আলিয়াঞ্জের সিনিয়র মেরিন রিস্ক কনসালট্যান্ট শ্রীরাম পাঠক জানান, সাগরে যত জাহাজ হারায় তার ৩২ শতাংশের জন্য অগ্নিদুর্ঘটনা দায়ী। ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত অগ্নিদুর্ঘটনায় মোট ১১৬টি জাহাজ সাগরগর্ভে তলিয়ে যায়। মেগা কনটেইনার শিপে কার্গো পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে দুর্ঘটনার সম্ভাব্যতাও বেড়ে গেছে। এমন অবস্থায় অগ্নিদুর্ঘটনা, সাগরের তলদেশে জাহাজ আটকা পড়া এবং বন্দরে জাহাজজটের মতো সমস্যা বাড়ছে।

অন্যদিকে কার্গোতে ইলেকট্রিক ভেহিকেল পরিবহনের প্রবণতা বৃদ্ধি অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইলেকট্রিক ভেহিকেলে থাকা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে আগুন লাগলে সেটা তীব্রতর হয় এবং একাধিক ক্ষতিকর রাসায়নিক গ্যাস নির্গমন করে। পানি বা তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো সাধারণ অগ্নিনির্বাপণ পদ্ধতি ব্যবহার করে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির আগুন নেভানো যায় না বলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনাও কষ্টকর। তবে এসব তথ্য অমূলক দাবি করে বীমা কোম্পানি আলাভিয়ার সিনিয়র লস প্রিভেনশন ম্যানেজার মার্টি সিমোজোকি বলেন, ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের পেছনে গাড়ির প্লাস্টিক দায়ী।

উল্লেখ্য, করোনা-পরবর্তী সময়ে পণ্য পরিবহন চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছর থেকে বাণিজ্যিক নৌবহরে বৃহদাকার কনটেইনার জাহাজের অন্তর্ভুক্তি বেড়েছে। নৌবহরে নতুন জাহাজ যুক্ত হওয়ার এই ধারা আগামী দুই বছরও অব্যাহত থাকবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ পরিবেশবান্ধব জাহাজ নির্মাণে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এগোচ্ছে চীন

প্রচলিত জাহাজের মতো পরিবেশবান্ধব 'সবুজ' জাহাজ নির্মাণেও আধিপত্য বিস্তার করতে চায় চীন। দেশটির শিল্প ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রকেরা এ লক্ষ্য পূরণে সাত বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা জারি করেছে। অন্যদিকে ২০২৫ সাল নাগাদ পরিবেশবান্ধব জাহাজ নির্মাণের জন্য উন্নত সাপ্লাই চেইন তৈরি, সবুজ জাহাজ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন এবং এলএনজি ও মিথানলচালিত জাহাজের বৈশ্বিক বাজারের অর্ধেক নিজেদের দখলে আনতে চায় চীনের শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। এসব কাজে সহায়তার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় মন্ত্রণালয়।

➤ ৪ হাজার বছরের পুরনো জাহাজের ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গেছে 'কালো সোনা'

সম্প্রতি দক্ষিণ ইতালির কাপ্রি দ্বীপের উপকূলে চার হাজার বছরের পুরনো একটি জাহাজের সন্ধান পেয়েছে নেপলস পুলিসের আন্ডারওয়াটার ইউনিট। ১৩০ ফুট গভীরে ডুবে থাকা জাহাজটি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুর্লভ অবসিডিয়ান পাথর। বাহ্যিক দিক দেখে ধারণা করা হচ্ছে, ১৭ দশমিক ৬ পাউন্ড ওজনের পাথরটি প্রস্তর যুগে যন্ত্রপাতি নির্মাণে অবসিডিয়ান কোর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। উল্লেখ্য, প্রস্তর যুগের কালচে বেগুনি রঙের এই আগ্নেয় শিলা কালো সোনা নামেও পরিচিত।

➤ জীবাশ্ম জ্বালানিচালিত জাহাজের ব্যবহার বন্ধে তৎপর চার শিপিং জায়ান্ট

বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ শিপিং কোম্পানির চারটিই ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানিচালিত জাহাজের ব্যবহার বন্ধ করতে চায়। সম্প্রতি এক যৌথ বিবৃতিতে এ কথা জানায় ইউরোপীয় শিপিং জায়ান্ট এমএসসি, এপি মোলার-মায়েরস্ক, সিএমএ সিজিএম এবং হ্যাপাগ-লয়েড। কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিজেদের বহরে মিথানল, অ্যামোনিয়া এবং এলএনজির মতো সবুজ জ্বালানিচালিত জাহাজ যুক্ত করছে কোম্পানিগুলো। সেসঙ্গে সবুজ রূপান্তর চলাকালীন সময়ে 'প্রাইসিং মেকানিজমের' মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জ্বালানিকে সহজলভ্য করার আহ্বান জানিয়েছে কোম্পানিগুলো।

➤ প্রথম শিপিং কোম্পানি হিসেবে ব্লু বন্ড ইস্যু করেছে এমওএল

সামুদ্রিক ও বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করছে জাপানি শিপিং কোম্পানি মিৎসুই ওএসকে লাইনস লিমিটেড (এমওএল)। পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে ২০২৩ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ৪৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে এমওএল। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগের তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্লু বন্ড ইস্যু করেছে কোম্পানিটি। পাবলিক অফারিংয়ের মাধ্যমে চলতি বছরের জানুয়ারিতে জাপানের অভ্যন্তরীণ বাজারে এমওএলের ব্লু বন্ড ছাড়া হবে। সামুদ্রিক দূষণ রোধ ও টেকসই সামুদ্রিক সম্পদ সংক্রান্ত পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ইস্যুকৃত বন্ডগুলো ব্লু বন্ড নামে পরিচিত।

সংবাদ সংক্ষেপ

কয়লা আমদানিতে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে ভারত

২০২৩ সালে সমুদ্রপথে পরিবাহিত কয়লা আমদানিতে চীনের পরই ভারতের অবস্থান। গত বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বরে ভারতের কয়লা আমদানি বছরওয়ারি ৪ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। এ সময় ভারত ২১ কোটি ৯২ লাখ টন কয়লা আমদানি করেছে, যা বৈশ্বিক সমুদ্রবাহী কয়লার ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়া (৯০ দশমিক ৪ শতাংশ) ও অস্ট্রেলিয়া (৪৬ শতাংশ) ভারতের প্রধান কয়লা রপ্তানিকারক দেশ। আমদানীকৃত কয়লার প্রায় ৬০ শতাংশ দেশটির পশ্চিম উপকূলে সরবরাহ করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাপ্লাই চেইনে ৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে মায়েরস্ক

আগামী তিন বছর লজিস্টিক ও পরিষেবা খাতে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করছে মায়েরস্ক। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাপ্লাই চেইন অবকাঠামো সম্প্রসারণে বিনিয়োগ করা হবে ৫০ কোটি ডলার। ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অঞ্চলটিতে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবে মায়েরস্ক। ২০২৬ সাল নাগাদ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইনের প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার বর্গমিটার জায়গাজুড়ে তৈরি হবে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার, যা মায়েরস্কের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই অঞ্চলের বাণিজ্য খরচ কমাবে।

পুবমুখী হচ্ছে বৈশ্বিক কয়লা বাণিজ্য

প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের অববাহিকা ঘিরে আবর্তিত হওয়া বৈশ্বিক কয়লা বাণিজ্য ক্রমেই ভারত মহাসাগরের দিকে সরে আসছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির (আইইএ) 'কোল ২০২৩' প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। ইউরোপে কয়লা চাহিদার লাগাতার পতন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি এবং কয়লা-প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোয় নিজস্ব উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় কয়লা বাণিজ্য পুবমুখী হচ্ছে। আইইএ জানায়, আগামী ৩ বছরে কয়লার চাহিদা ২ শতাংশ কমলেও ২০২৬ সাল নাগাদ বৈশ্বিক কয়লা ব্যবহারে ৭০ শতাংশ অবদান রাখবে চীন ও ভারত।

পরিবেশবান্ধব নীতি বাস্তবায়নে গ্রিক সরকারের সহায়তা চায় ইউজিএস

শিপিং খাতের সবুজ রূপান্তর বাস্তবায়নে বেশকিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। এসব নীতিমালাকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আইএমওর সিদ্ধান্তে সরকারের সমর্থন কামনা করছে গ্রিক জাহাজ মালিক ইউনিয়ন (ইউজিএস)। কপ২৮ জলবায়ু সম্মেলনে ইউজিএসের প্রেসিডেন্ট মেলিনা ট্রাভিউ বলেন, সরকারের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া আইএমওর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সেসঙ্গে ইইউর এমিশন ট্রেডিং স্কিমের মতো আঞ্চলিক নীতিমালা পালনেও সর্বজনীন পদ্ধতি অনুসরণের আহ্বান জানায় ইউজিএস।

বৃহদাকার নৌযানকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে বিগত বছরের জাহাজ নির্মাণ শিল্প

২০২৩ সালজুড়ে বৃহদাকার নৌযান নির্মাণের কার্যাদেশ ট্যাংকার, বাল্ক, গ্যাস ক্যারিয়ার তথা জাহাজ নির্মাণ শিল্পে চালকের ভূমিকা পালন করেছে। শিপব্রোকার বাঙ্কেরো কস্তা জানায়, বছরের শেষ প্রান্তে জাহাজ নির্মাণ কার্যক্রম কিছুটা গুটিয়ে এলেও এই সময় বৃহদাকার জাহাজ নির্মাণ চুক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে।

বছর শেষে গ্রিক শিপিং কোম্পানি টিএমএসের নির্মিতব্য নতুন জাহাজের সংখ্যা ৪০টিতে পৌঁছেছে। শিপব্রোকার এলাইডের তথ্যমতে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে চীনা জাহাজ নির্মাতা জিয়াংসু হ্যাংটংকে ১ লাখ ৫৭ হাজার ডিডব্লিউটির দুইটি সুয়েজম্যাক্স নির্মাণের আদেশ দেয় টিএমএস। পাশাপাশি নিউ টাইমস শিপবিল্ডিংকে ১ লাখ ১৫ হাজার ডিডব্লিউটির একটি এলআরটু নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয়। একই সময়ে ৮২ হাজার ডিডব্লিউটির চারটি ক্যামসারম্যাক্স নির্মাণে টিএমএসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে চীনা জাহাজ নির্মাতা নানটং শিয়াংয়ু। এছাড়া সংযুক্ত-আরব আমিরাত ভিত্তিক কুরো শিপিং চীনের ঝোওশাং শ্যাংহং শিপ ইয়ার্ডে ১ লাখ ১৫ হাজার ডিডব্লিউটির এলআরটু নির্মাণের কার্যাদেশ দ্বিগুণ করেছে। ২০২৫ সাল থেকে এসব জাহাজের হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হবে।

অন্যদিকে গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মোট ১৪টি ইথেন গ্যাসবাহী ক্যারিয়ার নির্মাণের চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। নির্মিতব্য এসব জাহাজের অধিকাংশের ধারণক্ষমতা ৯৮ হাজার কিউবিক মিটার (সিবিএম)। তবে এর ভেতর ২৪ হাজার এমনকি ৯ হাজার সিবিএম ধারণক্ষমতার জাহাজও রয়েছে। ২০২২ সালে গ্যাসবাহী জাহাজ নির্মাণে দক্ষিণ কোরিয় নির্মাতারা এগিয়ে থাকলেও গত বছরের শেষ প্রান্তে চূড়ান্ত হওয়া ১৪টি জাহাজের ৯টি চীনা নির্মাতারা তৈরি করবে। উল্লেখ্য, গত বছর চীনা নির্মাতাদের গ্যাসবাহী জাহাজ নির্মাণের চুক্তি ২০২০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে।

মাল্টা, পর্তুগাল ও স্পেন। ইউরোপীয় কমিশনকে (ইসি) লেখা এক চিঠিতে শুল্কের কারণে জাহাজ মালিকদের কার্যক্রমে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসছে কি না তা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছে দেশগুলো। অন্যদিকে ইসি জানায়, নিজস্ব বন্দরগুলোর স্বার্থ সুরক্ষায় ইউরোপের ৩০০ নটিক্যাল মাইলের ভেতর থাকা সকল বন্দরকে ইটিএসের আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান ডার্ক ফ্লিট নিয়ে আইএমওর উদ্বেগ প্রকাশ

ডার্ক ফ্লিটের ট্যাংকারগুলো আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি না মেনে অজ্ঞাতসারে বীমাবহির্ভূতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ক্রমবর্ধমান ডার্ক ফ্লিট নিজস্ব ক্রু, উপকূলীয় রাষ্ট্র এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করায় এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)।

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া ও ইরান ডার্ক ফ্লিটের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন করে। ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে রুশ তেল বহনকারী ডার্ক ফ্লিট ট্যাংকারগুলো ৪৩২ বারের অধিক শিপ টু শিপ ট্রান্সফার করেছে। এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে সরাসরি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের এখতিয়ার আইএমওর নেই। এর ফলে সদস্যদেশ, নির্দিষ্ট বন্দর এবং পতাকাবাহী রাষ্ট্রগুলোকে ডার্ক ফ্লিটের কার্যক্রম রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। সেসঙ্গে বীমাকারী প্রতিষ্ঠান ও জাহাজ মালিকদের ডার্ক ফ্লিট বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছে আইএমও।

পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে নাবিক হওয়ার আগ্রহ হারাচ্ছেন মার্কিনিরা

বেতন-ভাতা, জাহাজের কর্মপরিবেশ ও জীবনমান সন্তোষজনক না হওয়ায় ধীরে ধীরে নাবিকের পেশা থেকে সরে আসছেন মার্কিনিরা। মার্কিনমুলুকের পাশাপাশি জাপান, যুক্তরাজ্য, স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা পশ্চিম ইউরোপের সমুদ্রবাণিজ্য প্রধান দেশগুলোতেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে।

অতীতে জাহাজের মাস্টার বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার একজন এয়ারলাইন ও মেরিন পাইলটের সমান বেতন পেলেও বর্তমানে দৃশ্যপট বদলে গেছে। সেসঙ্গে ক্রুর সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকায় কাজের চাপ বাড়ছে এবং জাহাজে ইন্টারনেট সেবাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ঘাটতির দরুণ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় নাবিকেরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। যার ফলে বিকল্প সুযোগ পাওয়া মাত্র সিনিয়র অফিসাররা এই পেশা ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন এবং নতুনদের নাবিক হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে নিরুৎসাহিত করছেন। অন্যদিকে চলমান অবস্থা পরিবর্তনের বদলে সস্তা শ্রমের দিকে ঝুঁকছেন নিয়োগকর্তারা।

সম্ভাব্য পূর্বাভাসের ভিত্তিতে জাহাজের যাত্রাপথ নির্ধারণ আরও সহজ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, তাপদাহ, বন্যা ও খরার মতো বৈরী আবহাওয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এমন অবস্থায় আবহাওয়ার সম্ভাব্য পূর্বাভাস জানা থাকলে সামুদ্রিক নৌযানের পক্ষে 'ওয়েদার রুটিং' বা নিরাপদ যাত্রাপথ নির্ধারণ করা সহজ হয়। বিশ্বের বৃহত্তম ব্যক্তিমালিকানাধীন আবহাওয়া পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েদারনিউজ মেরিটাইম খাতের ওয়েদার রুটিংকে একধাপ এগিয়ে নিয়েছে।

দৈনিক প্রায় ৬ হাজার জাহাজ, অনেকগুলো আকাশযান এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ওয়েদারনিউজ। পরবর্তীতে সেগুলো বিশ্লেষণ করে আবহাওয়ার সম্ভাব্য পূর্বাভাস ব্যক্ত করা হয়। জাহাজ মালিক ও অপারেটররা এই পূর্বাভাস কাজে লাগিয়ে যাত্রার কৌশল ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে। এতে করে জাহাজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

করোনা মহামারিতে বদলেছে তিন মহাদেশের পোর্ট-পেয়ার কানেকশনের ধরন

কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথের দুই প্রান্তে থাকা বন্দরগুলোর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের (পোর্ট-পেয়ার কানেকশন) ধরন বদলে দিয়েছে। করোনায় ইউরোপ-উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং

যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মধ্যকার পোর্ট-পেয়ার কানেকশন অনেকাংশে কমেছে।

সি ইন্টেলিজেন্সের তথ্যমতে, ২০১৯ সালের প্রথমার্ধে সামগ্রিকভাবে পোর্ট-পেয়ার কানেকশন ছিল প্রায় ৬০০ থেকে ৮০০টি। গত বছর ইউরোপ-উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের কানেকশন ২০১৯ সালের তুলনায় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেটা প্রাক-মহামারি পর্যায়ে ফিরেছে। অন্যদিকে করোনা মহামারি ২০২১ সালের দ্বিতীয়ার্ধের আগে উত্তর আমেরিকা-দক্ষিণ আমেরিকা বাণিজ্যপথকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে ব্ল্যাংক সেইলিং এবং শিপিং কোম্পানিগুলোর নানা পরিষেবার কারণে এই রুটের কানেকশন এখনো প্রাক-মহামারি পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। এদিকে গত বছর ভূমধ্যসাগর-উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে পোর্ট-পেয়ার কানেকশন ২০১৯ সালের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেড়েছে।

শ্রমিক মৃত্যু এড়াতে জাহাজের আবদ্ধ স্থানে নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জাহাজের আবদ্ধ স্থানগুলোতে পরপর আটজন কর্মী মৃত্যুবরণ করেন। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঠেকাতে বালাস্ট ট্যাংক, ফ্রেশ ওয়াটার ট্যাংক, পাম্প রুম, পাইপ টানেলের মতো আবদ্ধ স্থানগুলো আরও নিরাপদ করার আহ্বান জানায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন ইন্টারম্যানেজার। স্বল্প সময়ে ট্যাংক পরিষ্কারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পাদন, জাহাজে প্রোটোকল ও নির্দেশনার ঘাটতিসহ নানা কারণে এ ধরনের মৃত্যু ঘটে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ৩ জন নাবিক, ৫ জন শোর ওয়ার্কারসহ সারা বছরে মোট ৩১ জন কর্মী জাহাজের আবদ্ধ স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন। ইন্টারম্যানেজারের মতে, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে গোটা শিপিং ইন্ডাস্ট্রিকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সেসঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান নকশা করার সময় স্থপতি ও নির্মাতাদের কর্মীবান্ধব হতে হবে।

বিদেশি গবেষণা জাহাজে ১২ মাসের স্থগিতাদেশ জারি করেছে শ্রীলংকা

একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ইইজেড) বিদেশি গবেষণা জাহাজের কার্যক্রম ও জরিপ পরিচালনার ওপর এক বছরের দীর্ঘমেয়াদি স্থগিতাদেশ জারি করেছে শ্রীলংকা সরকার। চলতি বছর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে যেকোনো ধরনের কূটনৈতিক টানাপড়েন এড়াতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

চীনা জাহাজের বিরুদ্ধে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং মান্নার উপসাগরের খনিজ ও বাস্তুসংস্থান বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ রয়েছে। ইকোনমিক টাইমসের তথ্যমতে, চলতি বছরের শুরুতে লংকান বন্দরে চীনের সামুদ্রিক গবেষণা জাহাজ শং ইয়াং ৩ এর ডকিং ঠেকাতে স্থগিতাদেশ জারি করেছে শ্রীলংকা। এদিকে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি সাবরি জানান, ভবিষ্যতে বিদেশি গবেষণা অভিযানে সমান অংশীদার হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য চলতি বছর সামুদ্রিক গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে শ্রীলংকা।

ড্রাই বাল্ক রেটের ঊর্ধ্বগতি দীর্ঘায়িত হবে

২০২১ সালের পর আরও একটি লাভজনক বছর পার করল ড্রাই বাল্ক মার্কেট। শিপব্রোকার ইন্টারমোডাল জানায়, গত বছর সকল খাতে ড্রাই বাল্ক পরিবহনের আয়ে যে ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়েছে তা দীর্ঘ সময় অব্যাহত থাকবে।

গত নভেম্বরে কেপসাইজ বাল্কারের দৈনিক আয় ৫০ হাজার ডলার ছাড়িয়েছে এবং প্যানাম্যাক্সেও দৈনিক আয় দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার ৬৭ ডলার। ২০২৩ সালে প্যানাম্যাক্সের আয় ছোট আকারের জাহাজের মধ্যে সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। পানামা খালে জাহাজ চলাচল সীমিতকরণ ও সর্বোচ্চ শস্যদানা রপ্তানিকারক দেশ ব্রাজিলের বন্দরগুলোয় চরম জাহাজজটের কারণে বাল্কারের ভাড়া বেড়েছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দ্বন্দ্বের জেরে সুয়েজ খালের পরিবর্তে উত্তমাশা অন্তরীপ ব্যবহার করায় জাহাজগুলোকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে, যা ড্রাই বাল্কারের আয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২০২৩ সালে দ্বিগুণ হয়েছে গ্রিন শিপিং করিডোর ইনিশিয়েটিভ

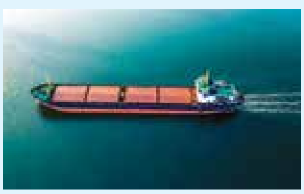

এক বছরে বিশ্বজুড়ে গ্রিন শিপিং করিডোর ইনিশিয়েটিভের সংখ্যা ২১ থেকে ৪৪টিতে উন্নীত হয়েছে এবং আরও কিছু প্রকল্প বর্তমানে পরিকল্পনাধীন। সম্প্রতি গ্রিন শিপিং করিডোরের অগ্রগতি বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরে গ্লোবাল মেরিটাইম ফোরাম।

বিভিন্ন দেশের সরকার ও মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো সমুদ্র পরিবহন খাতের ডিকার্বনাইজেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হওয়ায় গ্রিন শিপিং করিডোরের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে সরকারি অথবা সরকারি-বেসরকারি যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯টি ইনিশিয়েটিভে মোট ১৮টি দেশের সরকার যুক্ত আছে। অন্যদিকে গ্রিন শিপিং করিডোরের ১৭১টি স্টেকহোল্ডারের অর্ধেকের বেশি শিপিং কোম্পানি, বন্দর কর্তৃপক্ষ বা তৃতীয় পক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। ২০২৩ সালে সচল থাকা গ্রিন শিপিং করিডোরগুলো আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো পৃথিবীর দক্ষিণাংশে গ্রিন করিডোর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মায়েরস্ক ম্যাক-কেনি মোলার সেন্টার।

প্রতিবেদনে গ্রিন করিডোর বাস্তবায়নের বেশকিছু প্রতিবন্ধকতাও তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিষয়ক সিদ্ধান্তহীনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে জাহাজ চালনার ক্ষেত্রে কোন সবুজ জ্বালানি প্রাধান্য পাবে সেটা নিশ্চিত করা গেলে গ্রিন করিডোর বাস্তবায়ন করা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। এছাড়া গ্রিন করিডোরের প্রধান ভোক্তা অর্থাৎ শিপিং কোম্পানিগুলোর চাহিদা আমলে না নেওয়ায় এবং এখন পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি ইনিশিয়েটিভে কার্গো মালিকদের যুক্ত করায় ভবিষ্যতে নানা জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তবে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নীতিমালার মাধ্যমে সকল পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে গ্রিন শিপিং করিডোরগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

সংবাদ সংকেত

- যুক্তরাজ্যের অফশোর উইন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে ২০৩০ সাল নাগাদ ১৬ হাজার এবং কার্বন ক্যাপচার ও হাইড্রোজেন প্রকল্পগুলোয় ২০২৭ সাল নাগাদ আরও ১২ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- গ্রিন শিপিং করিডোর প্রোগ্রামে ১৬ কোটি ৫৪ লাখ ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। এর আওতায় সেন্ট লরেন্স সিওয়ে, সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন, এরি ও অন্টারিও হ্রদ এবং কানাডার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমুদ্র পরিবহনকে পরিবেশবান্ধব করা হবে।
- বন্দরে পরিবেশবান্ধব কনটেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতির অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করতে জিরো এমিশন পোর্ট অ্যালায়েন্স (জেডইপিএ) গঠনের ঘোষণা দিয়েছে এপিএম টার্মিনালস এবং ডিপি ওয়ার্ল্ড। আগামী বছরের শুরুতে জেডইপিএর কার্যক্রম শুরু হবে।
- অ্যামোনিয়া ও মিথানলচালিত পরিবেশবান্ধব নৌযানের নকশা তৈরিতে গুরুত্বারোপ করছে কসকো শিপিং হেভি ইন্ডাস্ট্রি। প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে আরও বড় আকারের মিথানলচালিত কনটেইনার শিপ এবং আকরিকবাহী ক্যারিয়ার নির্মাণ করবে।
- লোহিত সাগরের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দুটি স্থানে কর্মরত নাবিকদের বেতন দ্বিগুণ করতে সম্মত হয়েছে ডেনমার্কের শিপিং ইন্ডাস্ট্রি। নিয়োগকর্তাদের একটি গ্রুপ এবং তিনটি শ্রমিক ইউনিয়ন 'হ্যাজার্ড পে' সংক্রান্ত চুক্তি করেছে।
- ব্রাজিলের সান্তোস বন্দরের আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পে ২০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে ডিপি ওয়ার্ল্ড। চলতি বছর প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে সান্তোসের বার্ষিক থ্রোপুট হবে ১৪ লাখ টিইইউ।
- আন্তঃআফ্রিকা বাণিজ্যকে আরও সহজলভ্য, কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং সম্প্রসারিত করতে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করবে ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং ইউনিয়ন অব আফ্রিকান চেম্বার অব কমার্স, ইন্ডাস্ট্রি, এগ্রিকালচার অ্যান্ড প্রফেশনস (ইউএসিসিআইএপি)।
- খরার কারণে পানামা খালে জাহাজ চলাচল কমে যাওয়ায় গত নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের কনটেইনার আমদানি মাসওয়ারি হিসেবে ৯ শতাংশ কমেছে। দেশটির পূর্ব এবং দক্ষিণ উপকূলের বন্দরগুলোয় এর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।
- লাতিন আমেরিকার সর্ববৃহৎ ও ব্যস্ততম বন্দর সান্তোসের বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে এসেছে ব্রাজিল। জাতীয় বেসরকারীকরণ কর্মসূচির আওতায় সান্তোস, সাও সেবাস্তিয়াও ও বাহিয়া বন্দরের ব্যবস্থাপনা বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।
- সেন্ট লরেন্স নদী এবং সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন, এরি ও অন্টারিও হ্রদে রাক্ষুসে প্রজাতির বিস্তার রোধে বালাস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় ৮০ লাখ ডলার ব্যয় করবে কানাডা সরকার।
- ১৭০৮ সালে ৩ কোটি স্বর্ণমুদ্রা, ১১৬টি স্টিলের সিন্দুক ও মূল্যবান মণি-মুক্তাসমেত বন্দরনগরী কার্তাহেনায় ডুবে যায় স্প্যানিশ যুদ্ধজাহাজ সান হোসে গ্যালিয়ন। সম্প্রতি সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে ধন-সম্পদ উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলম্বিয়া সরকার।

বন্দর পরিচিতি

ইয়ানতাই বন্দর

ইয়ানতাই বন্দর চীনের অন্যতম ব্যস্ত একটি সমুদ্রবন্দর। এর অবস্থান দেশটির শ্যানডং প্রদেশের উত্তরাঞ্চলীয় ইয়ানতাই শহরের উপকণ্ঠে। পীত সাগরের তীরে গড়ে ওঠা এই বন্দরটি বিশ্বের শীর্ষ ৫০ কনটেইনার পোর্টের একটি। বিখ্যাত লয়েড'স লিস্টের শীর্ষ ১০০ কনটেইনার পোর্টের তালিকায় এর অবস্থান ৪৯তম।

২০২২ সালে ইয়ানতাই বন্দরে মোট ৪১ লাখ ১৭ হাজার ৮০০ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে ১২ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। ২০২১ সালে বন্দরটিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ছিল ৩৬ লাখ ৫১ হাজার টিইইউ। সে বছর লয়েড'স লিস্টে বন্দরটির অবস্থান ছিল ৫২তম।

ইয়ানতাই শহরের পাশেই রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট দারুণ একটি গভীর পানির পোতাশ্রয়। অনেক আগেই এই পোতাশ্রয়ে বন্দর ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইয়ানতাই শব্দের অর্থ হলো বাতিঘর। পনেরো শতকে এই এলাকায় জাপানি জলদস্যুদের বেশ উপদ্রব ছিল। সে সময় বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ইয়ানতাইয়ের একটি পাহাড়ে বাতিঘর ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার স্থাপন করা হয়।

১৮৬০ সাল পর্যন্ত ইয়ানতাইয়ের বন্দর অ্যাংলো-ফরাসি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরের বছর একটি চুক্তির মাধ্যমে বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৮৭৬ সালে ইয়ানতাই বন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়, যেটি জিফু কনভেনশন নামে পরিচিত। এই কনভেনশনের মাধ্যমে একটি 'ট্রিটি পোর্ট' হিসেবে নতুন করে যাত্রা করে ইয়ানতাই বন্দর।

ট্রিটি পোর্ট হলেও ইয়ানতাই বন্দরে কখনো কোনো উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, অথবা কনসেশন চুক্তির অধীনে বিদেশি কোনো পক্ষ সেখানে গিয়ে বন্দর পরিচালনা করেনি। অবশ্য সীমিত সংখ্যক বিদেশি বণিকরা ইয়ানতাইয়ে বসবাস করে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইয়ানতাই বন্দর দিয়ে বাণিজ্যের পরিসর বাড়তে থাকে। সে সময় প্রচুর পরিমাণে রেশম, মটরশুঁটি ও অন্যান্য স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হতো বন্দর দিয়ে। বিপরীতে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আমদানি হতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য। এছাড়া শ্যানডংয়ের উত্তরাঞ্চল ও হেবেই প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় কিছু বন্দরে পণ্য পরিবহনে ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট হিসেবেও ব্যবহার হতো ইয়ানতাই বন্দর।

১৮৯৮ সালে শ্যানডংয়ের দক্ষিণাঞ্চলে চিংদাও বন্দর প্রতিষ্ঠার পর ইয়ানতাইয়ে কার্গো হ্যান্ডলিং কিছুটা কমতে থাকে। বিশেষ করে ১৯০৪ সালে চিংদাওকে শ্যানডংয়ের রাজধানী জিনানের সঙ্গে সংযোগকারী রেল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার পর প্রদেশটির সিংহভাগ রপ্তানি চিংদাও দিয়েই সম্পন্ন হতো। এর ফলে ইয়ানতাইসহ শ্যানডংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় অন্যান্য বন্দরের কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসে। ১৯৫৬ সালে চিংদাওয়ের উত্তরের হুনান প্রদেশের লানচুনের সাথে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে প্রাণ ফিরে পায় ইয়ানতাই বন্দর।

বর্তমানে বেইজিং ও তিয়ানজিনের মতো চীনের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সাথে সহজ যোগাযোগ এবং কোরীয় উপদ্বীপ ও জাপানের সঙ্গে সমুদ্র যোগাযোগে সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে ইয়ানতাই বন্দরের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। দ্রুত আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট হয়ে উঠছে বন্দরটি। চীনের বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এই বন্দর।

ইয়ানতাই বন্দরে প্রধানত কনটেইনারাইজড কার্গো হ্যান্ডলিং হয়। এর পাশাপাশি বাল্ক, ব্রেক বাল্ক, রো-রো ও জ্বালানি পণ্যও পরিবহন হয় এই বন্দর দিয়ে। বন্দরটিতে সর্বোচ্চ ১৭ মিটার গভীরতার কনটেইনার ও ব্রেক বাল্ক জাহাজ, ২০ মিটার ড্রাফটের বাল্ক ক্যারিয়ার এবং ১১ দশমিক ৩ মিটার ড্রাফটের ট্যাংকার ভিড়তে পারে। পুরো বন্দর এলাকা গড়ে উঠেছে পাঁচটি অংশ নিয়ে-জিফু বে, ওয়েস্টার্ন পোর্ট, পেংলাই পোর্ট, লোংকোউ পোর্ট ও শৌগ্যাং পোর্ট।

২০১১ সালে প্রথমবারের মতো ২০ কোটি টন কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের মাইলফলক অর্জন করে ইয়ানতাই বন্দর। চীনের দশম বন্দর হিসেবে এই সাফল্য দেখায় বন্দরটি।

মেরিটাইম ইভেন্ট

ইউরোমেরিটাইম ২০২৪

৩০ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি, মার্সেই, ফ্রান্স

সমুদ্র শিল্প ও সমুদ্র অর্থনীতি খাতে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদর্শনী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে ইউরোমেরিটাইম। এবার আয়োজনটির তৃতীয় সংস্করণ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমুদ্র পরিবহন, বন্দর, জাহাজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের শীর্ষ অংশীজনরা সমাবেত হবেন আসরটিতে। সাইবার নিরাপত্তা, সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি গবেষণা, উদ্ভাবন, দূষণ প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এই আয়োজনে। এতে ফরাসি, ইউরোপীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্র শিল্পের অংশীজনরা তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় করবেন, যা টেকসই মেরিটাইম খাত গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বিস্তারিত : https://bit.ly/42Rs7Xd

ব্রেকবাল্ক মিডল ইস্ট ২০২৪

১২-১৩ ফেব্রুয়ারি, দুবাই

তেল ও গ্যাস খাতে বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধি, বেসরকারি কোম্পানি ও বিশ্বের শীর্ষ ইপিসি (ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন) প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নেবে এই আয়োজনে। নীতি নির্ধারণ ও আকর্ষণীয় চুক্তি সম্পাদনের সুযোগ থাকায় খাত সংশ্লিষ্টদের কাছে জনপ্রিয় একটি প্লাটফর্ম এই প্রদর্শনী। বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশের আট সহস্রাধিক কোম্পানি আয়োজনটিতে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে ব্রেকবাল্ক মিডল ইস্ট।

বিস্তারিত : https://bit.ly/42lly9c

ওশানোলজি ইন্টারন্যাশনাল ২০২৪

১২-১৪ ফেব্রুয়ারি, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

পাঁচ শতাধিক প্রদর্শক এই আয়োজনে অংশ নেবে। ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ ও সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্লাটফর্ম হবে এটি। লাইভ অন ওয়াটার ডেমনস্ট্রেশন ও ইন্টার‍্যাক্টিভ সেমিনারের মতো উদ্ভাবনী আয়োজনের মাধ্যমে সমুদ্র শিল্পের ভবিষ্যতের ওপর আলোকপাত করা হবে এই আয়োজনে। এবারের আসরে আট সহস্রাধিক দর্শনার্থী আসবেন বলে আয়োজকরা আশা করছেন। সাগরতল থেকে শুরু করে সমুদ্রপৃষ্ঠ– সব জায়গার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট যারা, তাদের জন্য দারুণ একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে ওশানোলজি ইন্টারন্যাশনাল।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3OOGRAa

চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান ২৭ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় আরএসজিটিআইয়ের সাথে চুক্তি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের (আরএসজিটিআই) সাথে পিপিপি-জিটুজি ভিত্তিতে ২২ বছরের জন্য নবনির্মিত পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় একটি 'কনসেশন এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সৌদি আরবের বিনিয়োগমন্ত্রী খালিদ এ আল-ফালিহ'র উপস্থিতিতে ৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল এবং আরএসজিটিআইয়ের প্রধান নির্বাহী জিনস ও ফলি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সৌদি আরবের কোম্পানি রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের মধ্যে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) পরিচালনায় 'কনসেশন চুক্তি' বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগ বাড়াতে আরও সহায়ক হবে। এই কনসেশন চুক্তি আমাদের দুই দেশের যৌথ স্বপ্নের এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের প্রমাণ। আমরা এমন একটি ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আছি, যেখানে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। স্বনির্ভর এই আধুনিক টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়াবে, নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য সহজ করবে এবং কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি করবে। এটি আমাদের ব্যবসার জন্য বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। টার্মিনালটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে। কারণ ভারত, ভুটান ও নেপাল এই টার্মিনাল ব্যবহার করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, সৌদি বিনিয়োগমন্ত্রী খালিদ এ আল-ফালিহ, আরএসজিটিআইয়ের চেয়ারম্যান আমের এ আলীরেজা এবং নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত এসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান ছাড়াও সৌদি ও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চুক্তি স্বাক্ষরের পর এদিন দুপুরে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) পরিদর্শন করেছেন সৌদি আরবের বিনিয়োগমন্ত্রী। সৌদি মন্ত্রীর সাথে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল।

'আরএসজিটিআই' হলো একটি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর, যা মালয়েশিয়ান মাইনিং কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। সম্মিলিত সম্পদ, পরিচালনার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা আরএসজিটিআইকে বিশ্বব্যাপী ১০টি বৃহত্তম কনটেইনার টার্মিনাল অপারেটরগুলোর মধ্যে একটিতে পরিণত করেছে। যার সম্মিলিত বার্ষিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ২০ মিলিয়ন এবং থ্রোপুট পদ্ধতিতে টার্মিনালটির ১০ মিলিয়ন কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে ১ হাজার ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব

বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়নে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলার (১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা) বিনিয়োগ আসছে। এই বিনিয়োগের বড় অংশই আসছে মূলত প্রস্তাবিত লালদিয়া ও বে টার্মিনাল প্রকল্পে পাঁচটি নতুন টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা খাতে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ারে এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ২৭ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান। এ সময় বন্দর পর্ষদের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

বন্দর চেয়ারম্যান জানান, বিদেশি বিনিয়োগের মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের বিনিয়োগ। সৌদি আরবের এই কোম্পানির সাথে বন্দরের পতেঙ্গা টার্মিনালে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও পরিচালনার চুক্তি হয়েছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে কোম্পানিটি টার্মিনাল চালু করবে। পুরোদমে চালু করতে সময় লাগবে দেড় থেকে দুই বছর।

বন্দর চেয়ারম্যান জানান, বিদেশি বিনিয়োগের বড় অংশই আসছে বে টার্মিনালের চারটি টার্মিনাল নির্মাণ ও বন্দরটির জাহাজ চলাচলের পথ ও স্রোত প্রতিরোধক তৈরিতে। এর মধ্যে সিঙ্গাপুরের পিএসএ ইন্টারন্যাশনাল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ড দুটি টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তির কাজ চলছে। আবার বে টার্মিনালে বন্দরের অর্থায়নে যে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মিত হওয়ার কথা, সেখানেও এখন বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি পোর্ট গ্রুপ। তারা এক বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা দিয়েছে।

প্রস্তাবিত পতেঙ্গা লালদিয়ার চরে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ শিপিং কোম্পানি ডেনমার্কের এপি-মুলার মায়েরস্কের বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংকও বে টার্মিনালের স্রোত প্রতিরোধকসহ আনুষঙ্গিক বন্দর সুবিধা তৈরিতে বিনিয়োগ করতে চায়।

বন্দর চেয়ারম্যান জানান, বন্দর খাতে যে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে, তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার। এর সঙ্গে দেশি-বিদেশি যৌথ বিনিয়োগে পতেঙ্গায় অয়েল অ্যান্ড গ্যাস টার্মিনাল নির্মাণে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে ১ হাজার ১০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বন্দরের পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর

দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। দিবসের প্রথম প্রহরে ১২টা ১ মিনিটে বন্দরের জলসীমায় অবস্থান করা সকল জাহাজ ও অন্যান্য জলযান একনাগাড়ে ১ মিনিট হুইসেল বাজানোর মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। সকাল ৬টায় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল দপ্তর, ভবন, আবাসিক ভবন, চ্যানেলে অবস্থিত জলযানসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব-সংসদসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ও সদস্যবৃন্দ রিপাবলিক ক্লাব প্রাঙ্গণে স্মৃতিস্তম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহণ এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সকাল ১০টায় চেয়ারম্যান

বিজয় দিবসে বন্দর রিপাবলিক ক্লাব প্রাঙ্গণে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও পর্ষদ সদস্যবৃন্দ

দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয় বেলা ১১টায়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বন্দরের প্রাক্তন সদস্য হাদী হোসেন বাবুল, সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. হাবিবুর রহমান ও পরিচালক (প্রশাসন) মো. মমিনুর রশীদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বন্দর চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে চট্টগ্রাম বন্দরের অভ্যন্তরের একটি ফ্রিডম টাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বুকে ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

জোহরের নামাজের পর বন্দর চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানগণ ৮ নং সড়কের বন্দর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। এতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত, মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ ছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে বন্দরের আওতাধীন সকল মসজিদ, এবাদতখানা, মন্দির ও বৌদ্ধবিহারে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয় এবং বন্দর হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ রোগীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। বিকালে শহীদ প্রকৌশলী শামসুজ্জামান স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম বন্দর অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড ও বন্দর রিপাবলিক ক্লাবের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে শ্রমিকদের প্রণোদনা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত শ্রমিকদের বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রণোদনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ১৩ ডিসেম্বর সকালে শ্রমিক প্রতিনিধিদের হাতে প্রণোদনার অর্থ তুলে দেন বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল। বন্দরের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে প্রণোদনার অর্থ দেওয়া হয়েছে। এবার ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের ৬ হাজার ৫১২ জন শ্রমিককে ৮ হাজার টাকা করে ৫ কোটি ২০ লাখ ৯৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, শ্রমিকদের জন্য আমরা সবসময় কিছু করার চিন্তা করি। আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রমিক। কারণ তারাই বন্দরকে সচল রেখেছে। শ্রমিকদের কারণে আমদানি-রপ্তানি সুন্দরভাবে হচ্ছে, অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে।

তিনি বলেন, শ্রমিকদের জন্য নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার জন্য আমরা জায়গা দেখেছি। শিগগির তা বাস্তবায়নের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালকে দেশি-বিদেশি পার্টনার নিয়ে আরও আধুনিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানেও শ্রমিকদের স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে। কারণ শ্রমিকরা আমাদের কাছে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।

বন্দর চেয়ারম্যান আরও বলেন, বে টার্মিনালের কাজ শুরু হবে শিগগির। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক বন্দর হতে যাচ্ছে এটি। আগামী জুন থেকে আমরা আশা করি কাজ শুরু করতে পারব।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের কথা সবসময় চিন্তা করেন উল্লেখ করে বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, যতবারই উনার সাথে আমি কথা বলেছি, ততবারই তিনি শ্রমিকদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যেভাবে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করা যায় সেভাবে কাজ করতে।

অনুষ্ঠানে বন্দরের পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ, বার্থ, টার্মিনাল অপারেটর প্রতিষ্ঠানের মালিক ও প্রতিনিধিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পোশাক শিল্পের জন্য কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স দ্রুততর করার অনুরোধ

পোশাক শিল্পের প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়াতে কাস্টমস সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলো, বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ছাড়পত্র প্রদান আরও দ্রুততর করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। ৫ ডিসেম্বর বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসানের নেতৃত্বে বিজিএমইএর একটি প্রতিনিধিদল কাস্টম হাউস চট্টগ্রামের কমিশনার মোহাম্মদ ফাইজুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎকালে এ অনুরোধ জানান।

বৈঠকে তারা কাস্টমস সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু, যেগুলো পোশাক শিল্পের জন্য উদ্বেগের বিষয়, সেগুলো সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সহসভাপতি (অর্থ) খন্দকার রফিকুল ইসলাম, সহসভাপতি নাসির উদ্দিন, সহসভাপতি রাকিবুল আলম চৌধুরী, সাবেক পরিচালক অঞ্জন শেখর দাস, বিজিএমইএ স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ফেয়ারের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন এবং বিজিএমইএ স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ইউডি-ওভেন অ্যান্ড নিটের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

ফারুক হাসান অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে, বিশেষ করে ফ্যাশন শিল্পে প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখতে লিড টাইম কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি কাস্টম হাউসকে নির্বিঘ্ন ও দ্রুততর সেবা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও অনুরোধ জানান।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পোশাক শিল্প যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, সে বিষয়গুলোও তুলে ধরেন।

এ সময় কাস্টমস কমিশনার বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের উত্থাপিত বিষয়গুলো সমাধানে কাস্টম হাউসের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

আইএমও'র কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নির্বাচনে 'সি' ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশ। লন্ডনে ১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের শিপিং সংক্রান্ত বিশেষায়িত এই এজেন্সির ৩৩তম অধিবেশনে ২০২৪-২৫ সালের জন্য ৪০ সদস্যের নতুন আইএমও কাউন্সিল নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক শিপিং পরিষেবা প্রদানে সর্বাধিক আগ্রহী এমন ১০টি দেশ 'এ' ক্যাটাগরিতে, আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যে সর্বাধিক আগ্রহী এমন ১০টি দেশ 'বি' ক্যাটাগরিতে এবং 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত নয় অথচ যাদের সামুদ্রিক পরিবহন বা নেভিগেশনে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এবং যাদের কাউন্সিলে নির্বাচন বিশ্বের সব প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবে, এমন ২০টি দেশ 'সি' ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়।

এবারের 'সি' ক্যাটাগরির কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনে ২৫টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৬৮টি বৈধ ভোটের মধ্যে বাংলাদেশ ১২৮টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে।

বে টার্মিনালের কাজ শুরুর চূড়ান্ত পর্যায়ে চট্টগ্রাম বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে চূড়ান্ত করা হয়েছে বে টার্মিনালের মাস্টারপ্ল্যান। এখন ডিটেইল ড্রইং ডিজাইনের কাজ চলছে। এটি শেষ হলে শিগগির প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে ২০১৫ সালে বে টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। দ্বিতীয় দফায় সংশোধনের পর প্রকল্পটির মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। গত ১৪ নভেম্বর প্রকল্পটির চূড়ান্ত মাস্টারপ্ল্যানের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল বলেন, বে টার্মিনালের মাস্টারপ্ল্যান হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী এর মোড়ক উন্মোচন করেছেন। এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা। আশা করছি, ২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাবে। ২০২৭ সালে পুরোপুরি চালু হবে।

সমুদ্র উপকূলের ইপিজেড এলাকা থেকে দক্ষিণ কাট্টলী রাসমনিঘাট পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরে ৮৭০ একর

জমিতে বে টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটির অধীনে প্রাথমিকভাবে তিনটি টার্মিনাল নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে একটি ১ হাজার ২২৫ মিটার দীর্ঘ কনটেইনার টার্মিনাল (কনটেইনার টার্মিনাল-১), একটি ৮৩০ মিটার দীর্ঘ কনটেইনার টার্মিনাল (কনটেইনার টার্মিনাল-২) এবং একটি ১ হাজার ৫০০ মিটার দীর্ঘ মাল্টিপারপাস টার্মিনাল। তিনটির মধ্যে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে করবে। বাকি দুটি নির্মাণে অর্থায়ন করবে বিদেশি প্রতিষ্ঠান।

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ওমর হাজ্জাজ বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির মাস্টারপ্ল্যানের মোড়ক উন্মোচন করায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। আমরা আশা করছি, বে টার্মিনাল প্রকল্পের আওতায় যে মাল্টিপারপাস শেডটি নির্মাণ করার কথা রয়েছে, সেটির কাজ দ্রুত শেষ হবে। এই কাজ শেষ হলে ওই টার্মিনাল থেকে বাল্ক এবং কার্গো দুই ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

বে টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার পর ২০১৭ সালে প্রকল্পটির প্রথম মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। ওই সময় মাস্টারপ্ল্যানের লে-আউটে তিনটি শেডের মধ্যে বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল শেড মাস্টারপ্ল্যানে উত্তর প্রান্তে রাখা হয়। সেটিতে আবার পরিবর্তন আনা হয়। ২০২২ সালে আরেকটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কুনওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনসালটিং কোম্পানি এবং ডাইয়াং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্ল্যান তৈরি করে। এই মাস্টারপ্ল্যানে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল শেড মাঝখানে রাখা হয়। মাস্টারপ্ল্যানটি বন্দরের বোর্ড মিটিংয়ে পাস হওয়ার পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মাস্টারপ্ল্যান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী জুন মাসে ডিটেইল ড্রইং ডিজাইনিংয়ের কাজ শেষ করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। ডিটেইল ড্রইং ডিজাইন চূড়ান্ত করার পূর্বে আগের মাস্টারপ্ল্যান রিভিউর নির্দেশনা দেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় আগের মাস্টারপ্ল্যান রিভিউ করে পুনরায় মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়। নতুন মাস্টারপ্ল্যানে মাল্টিপারপাস শেডটি পুনরায় উত্তর প্রান্তে রাখা হয়। মাস্টারপ্ল্যানটি চূড়ান্ত করার পর গত নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী এটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

দুই টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় চুক্তি হতে পারে জুনে

চট্টগ্রাম বন্দরের প্রস্তাবিত বে টার্মিনালের দুটি টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় আগামী জুনে দুটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হতে পারে। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো সিঙ্গাপুরের পিএসএ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ড।

চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ১৪ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ তথ্য জানিয়েছেন। এ সময় বন্দর সম্প্রসারণের তিনটি প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন তিনি। প্রকল্প তিনটি হলো বে টার্মিনাল, পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) ও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প।

চেয়ারম্যান বলেন, গত ১৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী পতেঙ্গায় বে টার্মিনাল গড়ে তোলার মহাপরিকল্পনার মোড়ক উন্মোচন করেছেন। এর অর্থ মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী মার্চের মধ্যে প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন হবে। এই প্রকল্পের আওতায় জাহাজ চলাচলের পথ বা চ্যানেল তৈরি এবং স্রোত প্রতিরোধক বা ব্রেক ওয়াটার তৈরিতে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করছে।

বে টার্মিনালে তিনটি আলাদা টার্মিনাল হবে। একটি টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা করবে বন্দর। বাকি দুটি পিএসএ সিঙ্গাপুর ও ডিপি ওয়ার্ল্ড সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতায় জি টু জি ভিত্তিতে নির্মাণ ও পরিচালনা করবে। প্রতিষ্ঠান দুটির সাথে আগামী জুনে চুক্তি করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের টার্মিনালে নির্মাণকাজ শুরু হবে ফেব্রুয়ারি বা মার্চের মধ্যে। ২০২৬ সালে মাতারবাড়ী চালু হবে।

পিসিটির বিষয়ে চেয়ারম্যান বলেন, চুক্তির চার মাসের মধ্যে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠানটির টার্মিনাল চালুর কথা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি সৌদি আরব থেকে যন্ত্রপাতি এনে টার্মিনালটি চালু করবে। তবে জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর আধুনিক ক্রেন সংযোজন হতে সময় লাগবে। অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে টার্মিনালটি চালু হতে দুই বছরের মতো সময় লাগতে পারে।

অভ্যন্তরীণ নৌপথে ভাড়া কমানোর তাগিদ

দুই দশক ধরে নদীপথে পণ্য পরিবহনে লাইটার জাহাজ পরিচালনা করে আসছে 'ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল' বা ডব্লিউটিসি। এবার এই সংস্থা থেকে বেরিয়ে চট্টগ্রামভিত্তিক জাহাজ মালিকদের সংগঠন ইনল্যান্ড ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব চিটাগং বা আইভোয়াক লাইটার জাহাজ পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে ১৯ ডিসেম্বর। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন রুটে পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত লাইটারেজ পরিচালনা ও মনিটরিংয়ের ব্যাপারে নতুন এ পদক্ষেপের পর ভাড়া কমানোর তাগিদ জোরালো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লাইটারেজের ভাড়া কমানোর দাবি উপেক্ষিত হলেও আমদানিকারকেরা বলছেন নতুন উদ্যোগে সবকিছু ঢেলে সাজানোর যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে ভাড়ার ব্যাপারটি সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত। ভাড়ার ওপর পণ্যমূল্য এবং দেশের ভোক্তাপর্যায় সরাসরি জড়িত থাকায় জাহাজ ভাড়া কমানো হলে দেশের সাধারণ মানুষই উপকৃত হবে। সিরিয়ালের বাইরে কম ভাড়ায় জাহাজ পরিচালনা করা গেলে সিরিয়ালভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে কেন ভাড়া বাড়বে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন রুটে বছরে প্রায় দশ কোটি টন পণ্য পরিবাহিত হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন সিমেন্ট কারখানার মালিকদের আমদানীকৃত দুই কোটি টনের মতো ক্লিংকার ছাড়া বাকি পণ্যের একটি বড় অংশ ডব্লিউটিসির মাধ্যমে সিরিয়ালভুক্ত জাহাজে পরিবহন করা হয়। জাহাজ মালিকদের তিনটি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলের (ডব্লিউটিসি) নিয়ন্ত্রণে জাহাজ মালিক এবং আমদানিকারকের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা ব্যবস্থায় এই বিপুল পরিমাণ পণ্য পরিবাহিত হয়। ডব্লিউটিসি পণ্য এবং গন্তব্যভেদে জাহাজ ভাড়া নির্ধারণ করে গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে লাইটারেজ জাহাজ পরিচালনা করছে। ডব্লিউটিসি বিভিন্ন সময় জ্বালানি তেলের মূল্য এবং শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধিসহ নানা কারণ দেখিয়ে জাহাজ ভাড়া বাড়িয়েছে। আমদানিকারকেরা বলেছেন, গত দশ বছরে ডব্লিউটিসি ১৭৫ শতাংশ জাহাজ ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এতে জাহাজ মালিকেরা লাভবান হলেও আমদানিকারক থেকে শুরু করে ভোক্তাপর্যায় পর্যন্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ডব্লিউটিসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সম্প্রতি জাহাজ মালিকদের একটি সংগঠন বের হয়ে আলাদা সেল গঠন করে। ডব্লিউটিসির বিরুদ্ধে এই সংগঠনের বিস্তর অভিযোগ থাকলেও তারাও ডব্লিউটিসির হারেই ভাড়ার হার নির্ধারণ করে জাহাজ বরাদ্দ দিচ্ছে।

আমদানি কমাতে দেশীয় জ্বালানি অনুসন্ধানে জোর সরকারের

আমদানি কমাতে দেশীয় জ্বালানি অনুসন্ধানে জোর দিচ্ছে সরকার। আন্তর্জাতিক বাজারে অপ্রাপ্যতার সাথে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ বলে জানা গেছে। জ্বালানি বিভাগ বলছে,

বিজয় দিবস উপলক্ষে বন্দরে কর্মরত শ্রমিকদের হাতে ১৩ ডিসেম্বর বিশেষ প্রণোদনার অর্থ তুলে দেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল। এ সময় বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বার্থ ও টার্মিনাল অপারেটর প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন

ছবিতে সংবাদ

৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৫৭তম ব্যাচের গ্র্যাজুয়েশন প্যারেডে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল।

বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর ২৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল আলম ১৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান তার হাতে সৌজন্য ক্রেস্ট তুলে দেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ১১ ডিসেম্বর পিসিটির সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশি অপারেটর রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই ১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

দেশের যেসব খনি ইতিমধ্যে উৎপাদনে রয়েছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। খনিগুলোর আশপাশের একই ধরনের ভূগঠনে গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করা হবে। এতে করে দৈনিক অন্তত ৬০০ থেকে ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট নতুন দেশীয় গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে।

জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বিবিয়ানার মজুদ আরও দেড় টিসিএফ বাড়তে পারে। শেভরন বাংলাদেশকে যে নতুন এলাকা দেওয়া হয়েছিল সেখানে অনুসন্ধান চালিয়ে এই সম্ভাবনা দেখা গেছে। প্রতিমন্ত্রী মনে করছেন শিগগির এ ঘোষণা দিতে পারবেন তারা।

শেভরন বিবিয়ানা ক্ষেত্র থেকে দুই বছর আগেও প্রতিদিন ১ হাজার ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস তোলা হতো। তবে সেই গ্যাসের উৎপাদন এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪০ মিলিয়ন ঘনফুটে। বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের আশপাশের এলাকা অনুসন্ধানের জন্য চায় শেভরন। সরকার সেই অনুমোদন দেওয়ার পর নতুন এলাকায় কাজ শুরু করে শেভরন। এখন এই বর্ধিত অঞ্চলই নতুন আশা জাগাচ্ছে।

ভোলায় দুটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে বাপেক্স। উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও সেখান থেকে গ্যাস আনা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আরও বেশি গ্যাস পাওয়া গেলে সেখানে নতুন পাইপলাইন বসাতে চায় সরকার। এই পাইপলাইন বসানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ভোলার গ্যাস দিয়ে বরিশাল এবং খুলনার শিল্প-কারখানা চাঙ্গা করার লক্ষ্য হাতে নিয়েছে সরকার।

বাপেক্স বলছে, ভোলাতেই আরও পাঁচটি কূপ খনন করা হবে। এই পাঁচটি কূপেই গ্যাস পাওয়া গেলে এর আশপাশের এলাকায় অনুসন্ধান চালানো হবে। বিস্তীর্ণ দ্বীপে নতুন করে গ্যাস পাওয়ার আশাও করছে বাপেক্স।

জ্বালানি বিভাগ বলছে, ২০২৫ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে স্থলভাগে আরও ৫০টি কূপ খনন করতে চায় তারা। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি কূপ খনন করবে। এতে করে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন ৬০০ থেকে এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক সংকটেও বেড়েছে পোশাক শিল্পের পরিসর

ডলার সংকট ও অর্থনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেও বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কদর বেড়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশ এখন ডেনিম পোশাক রপ্তানির শীর্ষ দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ কারণে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা নতুন নতুন কারখানা স্থাপন করে চলেছেন। এর মধ্যে ২০৬টি সবুজ কারখানা নিয়ে সমগ্র বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল। এই ছয় বছরে দেশে ৬০৩টি নতুন কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিজিএমইএর স্থায়ী সদস্য পদ পেয়েছে ৫৬৫টি কারখানা; যার অর্ধেকই হয়েছে গত দুই বছরে, অর্থাৎ ২০২২ ও ২০২৩ সালে।

২০২৩ সালে ১৩৪টি নতুন তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন করেছেন উদ্যোক্তারা। এই বিনিয়োগকারীদের বেশির ভাগই নতুন।

বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, নানামুখী সমস্যার মধ্যেও টিকে থাকতে নতুন নতুন বাজার খুঁজতে হচ্ছে। সবুজ কারখানার দিকে যেতে হচ্ছে। গত কয়েক বছরে যেসব কারখানা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তারা সবাই পোশাক শিল্পে নতুন নয়। বিদ্যমান ইউনিটগুলোর একটি অংশ ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে।

রপ্তানি বাড়াতে বৈচিত্র্যময় পোশাক তৈরির জন্য সদস্যদের আধুনিক প্রযুক্তির কারখানায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির ভিশন নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এখন পর্যন্ত এ খাতের ২০৬টি কারখানা লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি) সার্টিফিকেশন অর্জন করে বিশ্বব্যাপী সবুজ শিল্পের নেতৃত্বে রয়েছে বাংলাদেশ। এই সবুজ কারখানাগুলোর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে গত পাঁচ বছরে। এ সময়ে ১২৯টি কারখানা এলইইডি সনদ পেয়েছে।

এদিকে পোশাক কারখানার সাথে তৈরি পোশাক রপ্তানিও বাড়ছে। ছয় বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রায় দেড় গুণ বেড়েছে। অবশ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সার্বিকভাবে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১ দশমিক ৭২ শতাংশ।

২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) শীর্ষ ডেনিম রপ্তানিকারক দেশ। এই অঞ্চলে প্রতি তিনজনের একজন বাংলাদেশের উৎপাদিত ডেনিম প্যান্ট পরেন। বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা ডেনিম খাতে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। আর ডেনিম পোশাক তৈরির জন্য দেশে ৪২টি আধুনিক কারখানা গড়েছেন তারা। এসব কারখানা থেকে প্রতি বছর ৯০ কোটি মিটারের বেশি ডেনিম কাপড় উৎপাদন সম্ভব।

এশিয়া-ইউরোপ সমুদ্র সংযোগের একটি যুগান্তকারী রুট হলো লোহিত সাগর-সুয়েজ খাল-ভূমধ্যসাগর-জিব্রাল্টার প্রণালী। কিন্তু সম্প্রতি লোহিত সাগরে একের পর এক হামলার কারণে সেখানে পণ্যবাহী জাহাজের নিরাপত্তা সংকট তৈরি হয়েছে। ফলে অপারেটররা দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ঘুরপথে পণ্য পরিবহন করছে। এতে জাহাজগুলোকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ বাড়তি পাড়ি দিতে হচ্ছে, যা পণ্য পরিবহনের খরচও বাড়িয়ে দিয়েছে।

লোহিত সাগর এড়িয়ে ইউরোপে পণ্য পরিবহনে বিকল্প রুট

- লোহিত সাগর-সুয়েজ খাল ব্যবহার করে: ১০,০০০ নটিক্যাল মাইল (১৮,৫০০ কিলোমিটার); ২৬ দিন*
- উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ঘুরে: ১৩,৫০০ নটিক্যাল মাইল (২৫,০০০ কিলোমিটার); ৩৪ দিন*

* আল্ট্রা লার্জ কনটেইনার জাহাজের ঘণ্টায় ১৬.৪৮ নটিক্যাল মাইল গড় গতিবেগের ভিত্তিতে (তাইওয়ান-নেদারল্যান্ডস)

সমুদ্র বাণিজ্যে সংকট

১২% — জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, শস্য, ইলেকট্রনিকসসহ বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য এ পথে পরিবহন হয়

প্রায় ৩০% — কনটেইনার ও ১০ লাখ ব্যারেলের বেশি অপরিশোধিত তেল দৈনিক লোহিত সাগর-সুয়েজ খাল রুটে পরিবহন হয়

৪০% — এশিয়া-ইউরোপ বাণিজ্য এ পথে সম্পন্ন হয়

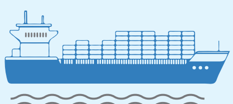

নিরাপত্তার অভাবে মায়েরস্কসহ বিভিন্ন অপারেটর এরই মধ্যে লোহিত সাগর এড়িয়ে চলা শুরু করেছে

জাহাজগুলো উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ঘুরে যাওয়ায় সময় ও খরচ দুই-ই বেশি লাগছে

বিলম্বের কারণে ডিসেম্বরে বৈশ্বিক বাণিজ্যে ১.৩% সংকোচনের ধারণা করা হচ্ছে

সূত্র: বিবিসি ও এএফপি

খতিয়ান

বন্দরের কার্গো ও কনটেইনার ওঠানামার মাসিক পরিসংখ্যান

২০২২ ও ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

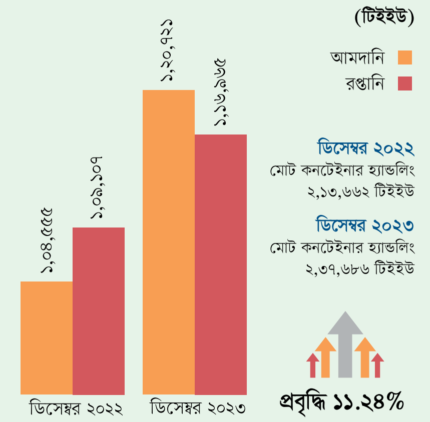

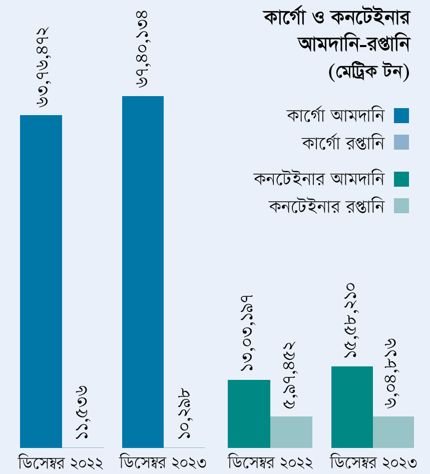

তথ্যযোগ

১. মাহমুদুল হাসান
নিম্নমান বহিঃসহকারী

Maritime Magazine in English from CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes@gmail.com
or find in online:
https://cpanewsbd.com

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority